আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
৯ ফাল্গুন ১৪৩১
২৩ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 52 ■ Daily APONZONE ■ 22 February 2025 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

বাংলাকে, মানবতাকে ভালোবাসুন, ভাষা দিবসে আর্জি মমতার

আপনজন ডেস্ক: ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রয়াত শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায় কে শ্রদ্ধা জানাতে দক্ষিণ কলকাতার ল্যান্স ডাউন প্লেস-এর নাম ‘প্রতুল মুখোপাধ্যায় সরণি’ নামকরণের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সন্ধ্যায় মঞ্চ থেকে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে এই নাম বদলের প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ভাষা দিবস সবার। ভাষা কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি হতে পারে না। তবে বাংলাদেশে চলমান অস্থিরতার কথা উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। দেশপ্রিয় পার্কে আয়োজিত বার্ষিক অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২১ ফেব্রুয়ারির ‘ভাষা শহীদদের’ প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বলেন, কোনও দেশের কথা বলা ঠিক নয়। আমাদের নিজেদের দেশ ও ভাষা নিয়ে কথা বলতে হবে। বাংলার মাটি সোনালি। বাংলা শুধু আমাদের নয়, বিশ্বব্যাপী এই ভাষায় কথা বলা হয়। এশিয়ার মধ্যে বাংলা দ্বিতীয় বৃহত্তম কথ্য

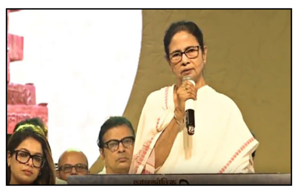

ভাষা। আমাদের ভাষা আরও ঝড় সৃষ্টি করুক, আরও বিকশিত হোক। বাংলাকে ভালোবাসুন, দেশকে ভালোবাসুন, মানবতাকে ভালোবাসুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে যদিও বাংলা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা, রাজ্য সরকার কুরুক, সাদরি, আলচিকি, কামতাপুরি, রাজবংশী এবং কুরমালির মতো আরও বেশ কয়েকটি ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তিনি সেই ভাষাভাষী সমস্ত বাসিন্দাদেরও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, দেরিতে হলেও বাংলা ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। বিকেল সাড়ে ৪টায় প্রয়াত গায়ক প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের প্রতি প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রত্যেক অতিথি, কবি, গায়ক এবং মঞ্চ সদস্য তাঁর অবদানকে স্মরণ করেন।

উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টে ইউসিসি রুখতে মামলা পার্সোনাল ল’ বোর্ডের

আপনজন ডেস্ক: অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড-এর মুখপাত্র ড. এসকিউআর ইলিয়াস বলেছেন, বোর্ড একটি পিটিশন দাখিল করেছে। তাতে বলা হয়েছে ইউসিসি আইন সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে এবং মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের পরিপন্থী, যা ১৯৩৭ সালের শরিয়া অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্ট এবং ভারতীয় সংবিধানের অধীনে সুরক্ষিত। গত ২৭ জানুয়ারি উত্তরাখণ্ড সরকার সে রাজ্যে ইউনিফর্ম সিভিল কোডবিজ্ঞপ্তি জারির পরে, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড বেশ কয়েকজন ভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে, উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টে কোডটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি পিটিশন দায়ের করে। এই ব্যক্তিরা প্রভাবিত পক্ষ এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন মুসলিম ব্যক্তিগত আইন বোর্ডের সাথেও যুক্ত।
আবেদনকারীরা হলেন রাজিয়া বেগ, আব্দুল বাসিত (তারা উভয়ই বিভিন্ন কমিটির রাজ্য আহ্বায়ক),

খুরশিদ আহমেদ, তৌফিক আলম, মোহাম্মদ তাহির, নূর করম খান, আব্দুল রউফ, ইয়াকুব সিদ্দিকী, লতাফত হুসেন এবং আখতার হুসেন এবং তারা সকলেই উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা।
পিটিশনটির খসড়া তৈরি করেন আইনজীবী মিসেস নাবিলা জামিল, সিনিয়র আইনজীবী এবং মিঃ এম আর শামশাদ। তারা অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের হয়ে উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টে সওয়াল করে মৌলিক অধিকার এবং ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের অন্যান্য অধিকার লঙ্ঘন সহ বিভিন্ন ভিত্তিতে পুরো কোডটিকে চ্যালেঞ্জ জানান। কারণ ভারতের সংবিধানের পাশাপাশি শরিয়ত অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্ট, ১৯৩৭ মুসলমানদের অনুসরণ করা ব্যক্তিগত আইন / ইসলামিক আইন রক্ষা করে। সিনিয়র আইনজীবী এম আর শামশা এবং বোর্ডের নির্বাহী সদস্য আনিজবী ইমরান আলী ও আইনজীবী মোহাম্মদ ইউসুফ আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল উপস্থিত ছিলেন।
আদালত পিটিশনের উপর নোটিশ জারি করার পরে, রাজ্যকে পাল্টা হলফনামা দাখিল করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। এখন মামলাটি ১ এপ্রিল তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ইউসিসির বিভিন্ন বিধানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আগে দায়ের করা পিটিশনগুলির সাথে শুনানি হবে।

২৫ হাজারেরও বেশি মাদ্রাসা পড়ুয়াদের ‘দুর্দশা’ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নোটিশ উত্তরপ্রদেশকে

আপনজন ডেস্ক: সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকার, উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং রাজ্যের মাদ্রাসা বোর্ডকে ফাজিল (স্নাতকোত্তর) এবং কামিল (স্নাতক) কোর্সে থাকা মাদ্রাসার ২৫ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীর দুর্দশার কথা তুলে ধরে একটি আবেদনের ভিত্তিতে নোটিশ জারি করেছে, যা ২০২৪ সালের নভেম্বরে শীর্ষ আদালত একটি রায়ে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছিল। শীর্ষ আদালত ২০০৪ সালের উত্তরপ্রদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আইনের ফাজিল ও কামিলের উচ্চতর স্তর সম্পর্কিত বিধানগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আইনের বিধানের সাথে সরাসরি বিরোধী বলে মনে করেছিল। তবে মহম্মদের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন পড়ুয়া এই পিটিশন দাখিল করেছেন। লামন রাজার আইনজীবী সঞ্জীব মালহোত্রা বলেন, এই রায়ের পর থেকে রাজ্য সরকার এই পড়ুয়াদের অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকার ব্যবস্থা বা অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বদলির জন্য কিছুই করেনি।
আবেদনে বলা হয়েছে, এই নিষ্ক্রিয়তা তাদের সমতা ও মর্যাদার অধিকারের লঙ্ঘন। কামিল ও ফাজিল কোর্সের সীমা সম্পর্কে এই আদালতের সিদ্ধান্ত এবং আবেদনকারীদের দ্বারা তাদের

বদলি / স্থানান্তর / থাকার ব্যবস্থা করার এবং / অথবা তাদের পরীক্ষা পরিচালনার জন্য নির্দেশিকা জারি করার আবেদনের বিষয়ে নিষ্ক্রিয়তা রাজ্য জুড়ে মাদ্রাসায় কামিল এবং ফাজিল অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উপর অনিশ্চয়তার ছায়া ফেলেছে, তাদের শিক্ষাগত সম্ভাবনা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। শীর্ষ আদালত ২০০৪ সালের উত্তরপ্রদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আইনের ফাজিল ও কামিলের উচ্চতর স্তর সম্পর্কিত বিধানগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আইনের বিধানের সাথে সরাসরি বিরোধী বলে মনে করেছিল। উল্লেখ্য, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত মুসলিমও হিন্দু সমস্ত শিক্ষার্থীদের সরকারি স্কুলে স্থানান্তরিত করার জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকারের সাম্প্রতিক নির্দেশ জারি করে। সেই নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দ এই আদেশকে ‘অসাংবিধানিক’ বলে অভিহিত করে। উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যসচিব দুর্গাশঙ্কর মিশ্র ২৬ জুন রাজ্যের সব জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে জারি করা এক নির্দেশে জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের (এনসিপিসিআর) ৭ জুনের একটি চিঠি উদ্ধৃত করেন। চিঠিতে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত সকল অমুসলিম শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কাউন্সিলের বিদ্যালয়ে ভর্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বলা হয় উত্তরপ্রদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত নয় এমন রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত সমস্ত শিশুদেরও কাউন্সিল স্কুলে ভর্তি করা উচিত।

প্রথম নজর

আমতায় জাল ওষুধ চক্রের হদিস, ধৃত এজেন্সি কর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: রাজ্যে ফের জাল ওষুধ চক্রের সন্ধান। তবে এবার হাওড়া গ্রামীণ জেলার আমতায় জাল ওষুধ সরবরাহকারী এক সংস্থার অফিসে হানা দিল ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের আধিকারিকরা। অভিযানে বাজেয়াপ্ত লক্ষ, লক্ষ টাকার জাল ওষুধ। এই এজেন্সির মালিক মূলত বিহারের পাটনা থেকে এই জাল ওষুধ নিয়ে আসতেন বলে জানতে পেরেছেন আধিকারিকরা। তারপর তা বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে জেলায় জেলায় সরবরাহ করেন বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনার তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার আমতার মান্না এজেন্সি নামে একটি ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থার গোডাউনে হানা দিয়ে ২০ লক্ষ টাকার জাল ওষুধ বাজেয়াপ্ত করেন রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিকরা। এই ঘটনায় ওই ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থার মালিক বাবলু মান্না-কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গোয়াগাঁওয়ে মিরা হোন্ডার নয়া শোরুম

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার খোয়ালপোখর থানার অন্তর্গত গোয়াগাঁওতে মিরা হোন্ডা শোরুমের শুভ উদ্বোধন হলো শুক্রবার। ফিতা কেটে শোরুমের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুফতি জুলফিকার রাশেদী সাহেব। এ সময় এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী ও বাইকপ্রেমীরা উপস্থিত ছিলেন। শোরুমের মালিক নাইম আক্তার জানান, “এলাকার মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে আমরা হোন্ডার জনপ্রিয় বাইকগুলোর বিক্রয় শুরু করেছি। সাশ্রয়ী মূল্যে ভালো সার্ভিস দিতে চাই আমরা।” এই শোরুমে হোন্ডার বিভিন্ন মডেলের নতুন বাইক পাওয়া যাবে, যা স্থানীয়দের জন্য বাইক কেনা আরও সহজ করে তুলবে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, আগে বাইক কিনতে দূরবর্তী শহরে যেতে হতো, এখন কাছেই ভালো মানের বাইক এবং সার্ভিস পাওয়া যাবে। শোরুমটি এলাকাবাসীর জন্য বেশ উপকারী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কলকাতায় গোপন বৈঠক দেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ডোভালের

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: বাংলা নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র। জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ ও সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়ে শীর্ষ গোয়েন্দা কর্তাদের সঙ্গে কলকাতায় বৈঠক করলেন অজিত ডোভাল। দুদিনের সিক্রেট মিশন ও বৈঠক করে তাজ বেঙ্গল থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে উড়ে গেলেন ভারতের ‘জেমস বন্ড’। মাও নেতা দেবজিৎ কাটা কম সুন্দরম কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাওবাদীদের একাধিক শীর্ষ নেতারা আশ্রয় নিয়ে খুব সুকৌশলে রসদ এবং অর্থ সংগ্রহ করছেন। খুব শীঘ্রই দেশের ২৮ টি বিভিন্ন রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থা সহ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাদের নিয়ে বৈঠক হতে চলেছে। যে বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সহ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার দের মধ্যে দেশবিরোধী জঙ্গি কার্যকলাপ নিয়ে তথ্য আদান প্রদান হবে। কিন্তু তার আগে কলকাতায় এসে টানা ৪৮ ঘন্টা একটি হোটেলে গোপনে ম্যারাথন বৈঠক করে গেলেন অজিত ডোভাল। তিনি নিজে দেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টার প্রধান। কেরল আই পি এস ক্যাটাগরির এই দক্ষ গোয়েন্দা প্রধান কম কথা বলেন। কিন্তু বহু তথ্যের ভান্ডার তার কাছে রয়েছে। তিনি দিল্লিতে গোয়েন্দা কর্তাদের ডেকে না পাঠিয়ে নিজে কলকাতায় এসে ৪৮ ঘন্টা তাজ বেঙ্গল হোটেলে থেকে ম্যারাথন বৈঠক করার পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে সূত্রের খবর তার কাছে নির্দিষ্ট তথ্য ও এসে পৌঁছেছে যে পাকিস্তানের চারজন গুপ্তচর তারা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছেন। সেই তথ্যগুলি পাশাপাশি মাওবাদীদের শীর্ষ নেতা দেবজিৎকে যে কোনো মূল্যে কিভাবে গ্রেফতার করা যায় ও সম্প্রতি ছত্রিশগড়ে যে ৩১ জন মাওবাদী নেতা খতম হয়েছেন তার যে শীর্ষ নেতা সে কলকাতায় দিনের পর দিন কিভাবে আত্মগোপন করেছিল এইসব নিয়েই বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনা হয়। বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লা বাংলা, জামাতুল মুজাহিদ্দিন বাংলাদেশ ও আল কায়েদা তার বেশ কিছু শীর্ষ নেতা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। সূত্রের খবর ,এমন এই তিন জঙ্গি সংগঠন প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অজিত ডোভালের কাছে রয়েছে। যা তিনি দিল্লিতে শীর্ষ গোয়েন্দা কর্তাদের ডেকে বৈঠক করার চেয়ে নিজের দ্রুত কলকাতায় এসে সেই তথ্য শেয়ার করা এবং সে ব্যাপারে কি পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা নিয়ে ছক করতে কলকাতায় ৪৮ ঘন্টা ব্যাপী গোপনে অপারেশন বৈঠক করলেন বলে সূত্রের খবর।

প্লাস্টিকজাত আবর্জনায় এবার তৈরি হবে রাস্তা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় প্লাস্টিক জাত আবর্জনা দিয়ে এবার তৈরি হবে রাস্তা। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফেলে দেওয়া অব্যবহৃত প্লাস্টিকজাত আবর্জনা দিয়ে এবার তৈরি হবে রাস্তা। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে যেমন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয়,অব্যবহৃত প্লাস্টিকজাত আবর্জনা কে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হবে। রাজ্য সরকারের নির্মল বাংলা অভিযান ও স্বচ্ছ ভারত অভিযানের পাশাপাশি পঞ্চায়েত সমিতি ও নদিয়া জেলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার নদিয়ার কৃষ্ণনগরে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নদিয়ার জেলাশাসক এস অরুন প্রসাদ ও নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর সহ অন্য অন্য সরকারি আধিকারিকেরা। নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ ও হাঁসখালি ব্লক এলাকা থেকে ১.৪ টন প্লাস্টিকজাত আবর্জনা সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে রাস্তা তৈরীর কাজে লাগানোর জন্য ডাব্লু বি এস আর ডি এর তুলে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে নদিয়া জেলাশাসক এস অরুনপ্রসাদ জানান,এবার থেকে গ্রাম্য এলাকায় রাস্তা তৈরির সময় ব্যবহৃত অন্যান্য সামগ্রির সাথে বিশেষভাবে প্রক্রিয়া করণের মাধ্যমে সংগ্রহীত এইসব প্লাস্টিক ১০% হারে মিশ্রিত করে প্রাথমিকভাবে পথশ্রী সহ ফিফটিন্ ফিনান্স প্রকল্পের রাস্তা তৈরি করা হবে।

এর ফলে রাস্তা গুলির যানবাহন চলাচলের বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এই প্রকল্পকে ত্বরান্বিত করতে আগামী দিনে প্লাস্টিক জাত আবর্জনা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে জেলার অভ্যন্তরে প্রতিটি পঞ্চায়েত ও ব্লক এলাকার পাশাপাশি নগর উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে পৌরসভা ও শহরতলী থেকে প্লাস্টিক জাতীয় আবর্জনা সংগ্রহ করার হবে। প্লাস্টিক ব্যবহারের জন্য যে পরিবেশ দূষণ হয় তার নিয়ন্ত্রণ করা যাবে ও অপ্রয়োজনীয় প্লাস্টিককে সঠিক কাজে ব্যবহার করা যাবে।

নার্সিংহোমে ২২ লক্ষ টাকার বিল, অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বাড়ি ফিরলেন সঙ্গীতা

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বাড়ি ফিরলেন চুঁচুড়ার সাহাগঞ্জের বাসিন্দা সঙ্গীতা রাউত। বেশ কয়েকদিন আগেই চুঁচুড়ায় গলব্লাডার অপারেশন করতে গিয়ে চিকিৎসার গাফিলতিতে কাটা পড়ে মলের নলী। এরপর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসার খরচ হিসেবে বিল হয় ২৩ লক্ষ টাকা, যা তার পরিবারের পক্ষে বহন করা সম্ভব ছিল না।

সঙ্গীতার গলব্লাডারে পাথর ধরা পড়েছিল এবং ল্যাপারোস্কোপি পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ চুঁচুড়ার এক বেসরকারি নার্সিংহোমে তার অপারেশন করা হয়।

১ জানুয়ারি ২০২৫ তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। তবে বাড়ি ফেরার পর থেকেই তিনি অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে জানানো হয়, অস্ত্রোপচারের পর এটি স্বাভাবিক এবং সেলাই কাটার পর সমস্যা কমে যাবে। কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি না হয়ে ক্রমশই অবনতি ঘটতে থাকে।

পরবর্তীতে চুঁচুড়ার ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে দশ দিন চিকিৎসার পর ছুটি দেওয়া হয়, কিন্তু বাড়ি ফিরে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। চিকিৎসকের পরামর্শে তাকে আবারও চুঁচুড়ার নার্সিংহোমে ভর্তি করানোর চেষ্টা করা হলে তারা জানান, তাদের কাছে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নেই। ফলে পুনরায় ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, কিন্তু অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

সঙ্গীতার ছেলে অনিকেত জানান, আনন্দপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে তাকে ভর্তি করানো হয়। অনিকেতের কর্মস্থলের মেডিক্লেমের মাধ্যমে ৪.৫ লক্ষ টাকা মেটানো সম্ভব হয়। অতিরিক্ত ৭ লক্ষ টাকা নিজেদের সঞ্চয় ও গয়না বন্ধক রেখে জোগাড় করা হয়। কিন্তু হাসপাতালের মোট বিল দাঁড়ায় ২২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা, যা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরিবারের লোকজন দিশেহারা হয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর, হুগলি জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান।

অবশেষে বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর কানে পৌঁছায় এবং তার সরাসরি হস্তক্ষেপে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সঙ্গীতা রাউতের ডিসচার্জের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে একটি আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে শুক্রবার কলকাতা থেকে চুঁচুড়ায় বাড়ি ফেরানো হয় সঙ্গীতাকে।

সঙ্গীতার পরিবারের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তারা জানিয়েছেন, ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে এত মানবিক মুখ্যমন্ত্রী নেই। সঙ্গীতা নিজে বলেন যতোদিন বাঁচবো মূখ্যমন্ত্রীর পূজো করবো, এই ঘটনায় চিকিৎসা ব্যবস্থার গাফিলতি ও সাধারণ মানুষের অসহায়তা ফের একবার সামনে এসেছে।

মাদ্রাসা নিয়ে কুমন্তব্যের জন্য শুভেন্দুকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি

‘মাদ্রাসায় আমরা জঙ্গি তৈরি করি না, মানুষ তৈরি করি’, বার্তা মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষিকাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: মাদ্রাসা নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর কুরুচিকর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানালো মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন ‘পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন’র অমুসলিম শিক্ষকরাই। তাঁদের পাল্টা দাবি ‘মাদ্রাসায় আমরা জঙ্গি তৈরি করি না, মানুষ তৈরি করি।’ পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সামনে ওই সংগঠনের তরফে শুক্রবার আয়োজিত প্রকাশ্য প্রতিবাদ সভা থেকে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা যায় মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। সংগঠনের পক্ষে চম্পক নাগ বলেন, ‘শুভেন্দু অধিকারী প্রকাশ্য ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত জেলায় জেলায় আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে।’ ক্ষমা না চাইলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। মাদ্রাসা নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর কুরুচিকর ও উসকানি মূলক বক্তব্যের বিরুদ্ধে এ দিন পর্ষদের সামনে মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের ওই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে কার্যত নেতৃত্ব দেন অমুসলিম শিক্ষক-শিক্ষিকারা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা। হাতিয়াড়া গার্লস হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষিকা সম্পা পাত্র মাদ্রাসা নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর কুরুচিকর মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে বলেন, মাদ্রাসা যেমন মিলন ক্ষেত্র, প্রতিবাদ ক্ষেত্রেও মিলন ক্ষেত্রে পরিনত হয়েছে। আমাদের প্রতিবাদের ভাষা এক, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ধর্ম নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থে শুভেন্দু অধিকারীরা এমন প্রচার করছেন। মাদ্রাসায় কখনো জঙ্গি তৈরি হয় না, আমরা জঙ্গি তৈরি করি না, আমরা মানুষ তৈরি করি।’ এ ধরনের মন্তব্যের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান প্রধান শিক্ষিকা। এ দিন প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন বিধাননগর পৌরসভার শিক্ষা দপ্তরের এমএমআইসি তৃণমূল নেতা রাজেশ চিরবার। বক্তব্য রাখার সময় শুভেন্দু অধিকারী কে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘বিজেপির লোকেরা যেটা ভাবে সেটা আসলে তেমনটা নয়, ওরা নির্বাচনের রাজনীতি করে।’ মাদ্রাসা নিয়ে দারাজ সার্টিফিকেট দিয়ে রাজেশ বাবু অমুসলিম ভাই বোনেদের সরকারি মাদ্রাসায় পড়ার আহ্বান জানানোর কথা বলেন। তিনি বলেন, সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা বেশি থাকে, দৈনিক উপস্থিতির হার বেশি থাকে।’ সকল মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে বেশি বেশি প্রচার করতে অনুরোধ জানান। মাদ্রাসা নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর কুরুচিকর বক্তব্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন তৃণমূলের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের সম্পাদক উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য আবতাফ উদ্দিন। উপস্থিত ছিলেন রুকসানা হোসেন, ধকুতুব আখতার, অভিষেক গায়েন, সুব্রত সরকার, সামসুদ্দিন খান, শেখ নিজামুদ্দিন, সদরুল আমিন, জার্জিস হোসেন, কাজী তাহমিনা ফাতেমা , মো: নাসিমুদ্দিন প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মা-সহ দুই শিশুর মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য মহম্মদবাজারে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: সাতসকালে বদ্ধ ঘরের মধ্যে মা সহ দুই শিশুর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। যা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনজনেরই মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবস্থায় উদ্ধার হয়। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মহম্মদবাজার থানার গণপুরের ম্যানেজারপাড়া গ্রামে। মৃতের আত্মীয়দের মাধ্যমে জানা যায় যে নিহতদের নাম লক্ষী মাডডি(২৫), রূপালী মাডডি(১০) ও অভিজিৎ মাডডি(৮)। শুক্রবার সাতসকালে প্রতিবেশীরা তিনজনকেই তাদের বাড়ির মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।

পুলিশ খবর পাওয়া মাত্রই বিশাল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রথমে পুলিসকে মৃতদেহ তুলতে বাধা দেন গ্রামবাসীরা। তাদের দাবী পুলিশ কুকুর এনে আগে খুনের ঘটনার তদন্ত করতে হবে। তথা খুনের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের আটক করতে হবে। জানা গেছে মৃতার ননদ মালতি মার্ডি এদিন সকালে তার বাড়িতে ডাকতে গিয়ে দেখে রক্তাক্ত অবস্থায় খাটের উপর দুজন এবং মাটিতে পড়ে রয়েছে এক শিশু।

তিনি প্রথম দেখা মাত্রই কেঁপে উঠেন এবং কাঁদতে কাঁদতে পাড়া প্রতিবেশীদের জানান বিষয়টি। এদিকে ম্যানেজার পাড়ার বাসিন্দা তথা মৃতার স্বামী লালু মাডডি কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। তার বাড়িতে ছিলেন স্ত্রী লক্ষী মাডডি, মেয়ে রূপালী মাডডি এবং ছেলে অভিজিত মাডডি।

ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যান বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা। পরবর্তীতে বিজেপির পক্ষ থেকে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ।

অন্যদিকে সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় পৃথক পৃথক ভাবে। যদিও মহম্মদবাজার থানার পুলিশ এসে দুটি বিক্ষোভ প্রদর্শনে জমায়েত কারীদের হাঁটিয়ে দেওয়া হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালকে জেলা হাসপাতাল করা হবে: বালু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাবড়া

আপনজন: হাবড়া হাসপাতালকে জেলা হাসপাতালে পরিণত করার পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে এমনটা জানালেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও হাবড়ার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। বিধায়ক বলেন, ‘বারাসত হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হয়ে গিয়েছে। হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালটি জেলা হাসপাতাল করা হবে। তার জন্য নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সঙ্গে অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের একটা অংশ জুড়ে দেওয়া হবে।’ এ দিন হাবড়া হাসপাতালে নতুন বিল্ডিং এবং পুরানো বিল্ডিং ঘুরে দেখেন বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। পাশাপাশি তিনি হাসপাতাল সুপার বিবেকানন্দ বিশ্বাস, পুর প্রধান নারায়ণ চন্দ্র সাহা এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেন। হাসপাতালের ভিতরের জমি জবরদখল নিয়ে জ্যোতিপ্রিয় প্রশ্ন তোলেন। সম্প্রতি হাসপাতালের নিরাপত্তা রক্ষীদের বিরুদ্ধে রোগীর আত্মীয়কে মেরে নাক ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে জ্যোতিপ্রিয় বলেন, ‘রোগীরা অনেক যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে আসেন। তাঁরা হাসপাতালকে ভরসার জায়গা মনে করেন। কোনওভাবেই রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা যাবে না।’ হাসপাতাল সুপার বিবেকানন্দ বিশ্বাসকে পাশে বসিয়ে বিধায়কের নির্দেশ, ‘রোগীর আত্মীয়দের মারধর করার ঘটনাটির তদন্ত করতে হবে। দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।’ এছাড়া বিধায়ক বলেন ‘হাসপাতাল রোগীদের জন্য। সেখানে কোনও রকম জবরদখল বরদাস্ত করা হবে না।’

দোয়ার মাধ্যমে নতুন জুম্মা মসজিদের উদ্বোধন হল সাগরপাড়ায়

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের জলঙ্গী ব্লকের সাগর পাড়া থানার হরেকৃষ্ণ পুর এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরে উক্তিও মসজিদ ও মক্তব ছিল কিন্তু গ্রামে একটাই জুম্মা মসজিদ থাকায় মুসল্লি বাড়তে থাকার ফলে আলাদা জুম্মা মসজিদ করার চিন্তা ভাবনা নেন গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ সেই মত হরেকৃষ্ণ পুর বাজার সংলগ্ন একটি উক্তি মসজিদ কে জুম্মা মসজিদে রূপান্ত করেন শুক্রবার জুম্মার নামাজ ও দোয়ার মাধ্যমে।

এদিনের দোয়ার মজলিসে উপস্থিত ছিলেন ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক,জেলা সভাপতি মোজাফফর হোসেন,ব্লক ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সম্পাদক আব্দুর রউফ সহ মসজিদ কমিটির সকল সদস্য।এদিনের সকল অতিথি গণ মসজিদের সার্বিক উন্নয়ন কামনা করে দোয়া করেন। মাওলনা আব্দুর রাজ্জাক বলেন এদিনের জুম্মা মসজিদের সূচনায় আসতে পারে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করছি,পাশাপশি যাতে করে মসজিদের সার্বিক উন্নয়ন হয় সেই বিষয়ে সব রকম ভাবে সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে বলে জানান।এদিনের দোয়ার মাহফিলে আগতরা ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন এবং আগামী দিনে এই বিলের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে আন্দলে নামার ডাক দেন।নতুন জুম্মা মসজিদের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ব্লক ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রউফ,জুম্মার খুতবার শেষে নামাজ পড়ান।উক্ত জুম্মা মসজিদে মক্তব রয়েছে সেখানে কচি কাচাদের আরবি ও বাংলা শিক্ষা দেওয়া হয়।এমনকি বাড়ির মহিলাদের জন্য মহিলা শিক্ষিকা রয়েছে যাতে করে গ্রামের মহিলারাও সঠিক ভাবে নামায ও কোরআন শিখতে পারে।

রাস্তা অবরোধ করে শ্রমিক বিক্ষোভ সোনারপুরের গেঞ্জি কারখানায়

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সোনারপুর

আপনজন: সোনারপুরে শ্রমিক বিক্ষোভে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। সোনারপুরের রামচন্দ্রপুরে গেঞ্জি কারখানা বন্ধের নোটিসের কারনে শুক্রবার সোনারপুর ঘটকপুর রোডে অবরোধ করে পথে নামেন ক্ষুব্ধ বহু শ্রমিকরা।আর এই অবরোধের কারণে এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে সোনারপুর থানার বিশাল পুলিশ। জানা যায়, সোনারপুর থানার রামচন্দ্রপুরে একটি গেঞ্জি কারখানায় বেতন নিয়ে গত এক সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন কর্মীরা।ব্যাহত হয় কারখানার উৎপাদন।

সমস্যার সুরাহা না হওয়ায় কর্মবিরতির ডাক দিয়েছিলেন শ্রমিকরা।এই বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার আলোচনা হলেও হয়নি সুরাহা। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ভয় দেখিয়ে জোর করে আমাদের আন্দোলন তোলার চেষ্টা করেন কর্তৃপক্ষ।আন্দোলন কারীদের বক্তব্য মাইনে বাড়ানো হলেও তাঁদের বেসিক পে কমানোহয়েছে।

ফলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে তাঁরা।তবে এবিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ বলেন, শ্রমিকদের পিপিএফের টাকা হাতে দেওয়া হবে।বিষয়টি নিয়ে কারখানার মালিক, ম্যানেজার-সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেও মেলেনি সমাধান। সোনারপুর থানার পুলিশ ও এলাকার স্থানীয় কয়েকজন নেতা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আন্দোলন প্রত্যাহারের চাপ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ।এই কারখানার কাজ করেন প্রায় ৫ হাজার মহিলা কর্মী। এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন তাঁরা সকলেই। এই আন্দোলন প্রত্যাহারের জন্য নানান জায়গা থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ।আন্দোলন কারীরা বলেন, তাঁদের দাবি না মেটা পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে।

গ্রাম্য বিবাহ সমস্যা মেটাল ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রামপুরহাট

আপনজন: মোহাম্মদ বাজার থানার কাপাসডাঙ্গা গ্রামের হায়দার সেকের কন্যার সঙ্গে রামপুরহাট থানার কাষ্ঠগড়া গ্রামের জালাল দেওয়ানের ছেলের বিবাহ ঠিক হয়েছিল। হঠাৎ মেয়ে পক্ষের মত পরিবর্তন হওয়ায় তারা বিয়ে দিতে নারাজ হন। কিন্তু মেয়ে পক্ষ দাবি করেন তাদের যৌতুক বাবদ এক লক্ষ দশ হাজার টাকা ছেলে পক্ষকে দেওয়া আছে। সেই টাকাটি তারা ফেরত নিতে চান । ছেলেপক্ষ উপযুক্ত সময় টাকা ফেরত দিতে না পারাই। মেয়েপক্ষ কাষ্ঠগড়া গ্রামের পঞ্চজন ও গ্রাম পঞ্চায়েতের আইনের সহায়তা নেন। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েত ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথোরিটি সহায়তা আপস মীমাংসায় উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে ছেলেপক্ষ এক লক্ষ টাকা মেয়ে পক্ষকে দিয়ে সমস্যা মিটিয়ে দিতে চাইলে মেয়ে পক্ষ রাজি হন। এবং আইনি সহায়তা পক্ষ থেকে মোসাম্মৎ তহমিনা খাতুন এই মীমাংসা করে দেন। এই আপস মীমাংসায় উভয় পক্ষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

প্রথম নজর

সৌদি রিয়ালের নতুন প্রতীক উন্মোচন

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরব সৌদি রিয়ালের জন্য একটি নতুন প্রতীক উন্মোচন করেছে, যা দেশটির বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ অনুমোদন করেছেন।
বৃহস্পতিবার সৌদি প্রেস এজেন্সি (এসপিএ) দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক সৌদি অ্যারাবিয়ান মনিটারি অথরিটির (সামা) বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌদি রিয়ালের প্রতীক উন্মোচন একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, যা দেশটির মুদ্রার পরিচিতি আরো সুসংহত করবে। এসপিএ জানায়, নতুন প্রতীকটি সৌদি আরবের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটায়। এটি আরবি ক্যালিগ্রাফি থেকে অনুপ্রাণিত একটি নকশার মাধ্যমে 'রিয়াল' শব্দটিকে ফুটিয়ে তুলেছে। সামার গভর্নর আয়মান আল-সায়ারি বাদশাহ সালমান ও যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানকে এই প্রতীক চালুর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন, এই সিদ্ধান্ত সৌদি আরবের আর্থিক পরিচিতিকে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও সুদৃঢ় করবে।
তিনি আরও জানান, নতুন প্রতীকটি আর্থিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে এটি কার্যকর করা হবে। এসপিএ জানিয়েছে, এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো জাতীয় পরিচিতি ও সাংস্কৃতিক সংযোগকে শক্তিশালী করা, জাতীয় মুদ্রার গুরুত্ব তুলে ধরা এবং সৌদি আরবকে বৈশ্বিক অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশ ও জি২০ সদস্য হিসেবে উপস্থাপন করা।
এ ছাড়া এটি বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থায় সৌদি রিয়ালের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার প্রতিফলন ঘটাবে।
সামা জানিয়েছে, নতুন প্রতীক সৌদি রিয়ালকে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আরও সহজে উপস্থাপনের সুযোগ করে দেবে এবং এটি সব ধরনের আর্থিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য ব্যবহারযোগ্য হবে।
সামার গভর্নর এই প্রতীক তৈরির প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার অবদানের কথা স্বীকার করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, গণমাধ্যম মন্ত্রণালয় এবং সৌদি মান, পরিমাপ ও গুণমান সংস্থা।

এশিয়ার গভীরতম খাড়া কূপ খনন সম্পন্ন করল চিন

আপনজন ডেস্ক: এশিয়ার গভীরতম খাড়া কূপ 'শেনদিতাকে ১'-এর খনন সম্পন্ন করেছে চায়না ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন। সম্প্রতি উত্তর-পশ্চিম চীনের তাকলামাকান মরুভূমিতে ১০ হাজার ৯১০ মিটার গভীর এ কূপ খননের ঘোষণা দেয় সংস্থাটি। তাকলামাকান মরুভূমির তারিম বেসিনের চরম পরিবেশ ও জটিল ভূগাঠনিক গঠনের চ্যালেঞ্জ উতরে গিয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় গভীরতম খাড়া কূপ খনন করেছে চীন। প্রকল্পটি বিশ্বের গভীরতম লাইনার সিমেন্টিং, ওয়্যারলাইন ইমেজিং লগিং এবং দ্রুততম ১০ হাজার মিটার খননের রেকর্ড গড়েছে। সংস্থা জানায়, ২০২৩ সালের ৩০ মে শুরু হওয়া এই প্রকল্প সম্পন্ন হতে ৫৮০ দিনেরও বেশি সময় লেগেছে। এর মধ্যে শেষ ৯১০ মিটার খননে লেগেছে ৩০০ দিন।
কূপের সংশ্লিষ্টরা জানান, এই প্রকল্পে ১২টি ভূতাত্ত্বিক স্তর ভেদ করে ৫০ কোটি বছরের পুরনো শিলা স্তরে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। গবেষকরা জানান, ১০ হাজার মিটার গভীরে তাপমাত্রা ২১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি। সেখানকার বায়ুচাপ ১৪৫ মেগাপ্যাসকেল, যা সমুদ্রের গভীরতম অঞ্চল মারিয়ানা ট্রেঞ্চের চেয়েও বেশি।
চায়না ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম করপোরেশন বিশ্বের প্রথম ১২ হাজার মিটার স্বয়ংক্রিয় ড্রিলিং রিগ তৈরি করেছে, যা এই প্রকল্পে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়া, শেনদিতাকে-১ কূপ থেকে এশিয়ার প্রথম ১০ কিলোমিটার নিচের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, যা ভূতত্ত্ব গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলেও আশা করা হচ্ছে।

'গাজা ধ্বংস করে দাও', সেনাদের নির্দেশ দিলেন নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: ফের গাজায় বড়সড় হামলা চালানোর নির্দেশ দিলেন নেতানিয়াহু সরকার। বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) ইসরাইলে তেল আবিবের কাছে ৩ টি বাসে বিস্ফোরণ ঘটে। পুড়ে যাওয়া একটি বাসের ছবিও দেখা গিয়েছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত আহত হয় নি।কেননা এই বাস গুলো পরপর দাঁড় করানো ছিল। সেইসময় কোন যাত্রী ছিল না বলে জানা গিয়েছে।
এদিকে বিস্ফোরণ ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটানো হয়েছে বলে দাবি করলেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। অভিযোগের তীর ছুঁড়লেন হামাসের দিকে। বদলা নিতে গাজায় বড়সড় হামলা চালানোর নির্দেশ দিলেন তিনি।
এক বিবৃতিতে ইসরাইলি সেনাবাহিনী বলেছে, তারা পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাকে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছেন এই ঘটনার তদন্ত করার জন্য। কীভাবে বাসে বিস্ফোরণ ঘটল তা খতিয়ে দেখছে ইসরাইলি পুলিশ।
সন্দেহভোজনদের উদ্দেশ্যে চলছে তল্লাশি। জনসাধারণকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত বিস্ফোরণের দায় তাৎক্ষণিকভাবে কেউ স্বীকার করেনি। গাজায় ফের গণহত্যা চালানো নিয়ে নেতানিয়াহুর সেনারা জানিয়েছে, তারা পশ্চিম তীরে আরও বড়সড় হামলা চালাবে। নির্দিষ্ট কিছু এলাকার প্রবেশপথ ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে কোন কোন এলাকায় প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তা এখনও জানানো হয় নি।

ইসরাইলে একাধিক বাসে বিস্ফোরণ, এলাকাজুড়ে আতঙ্ক

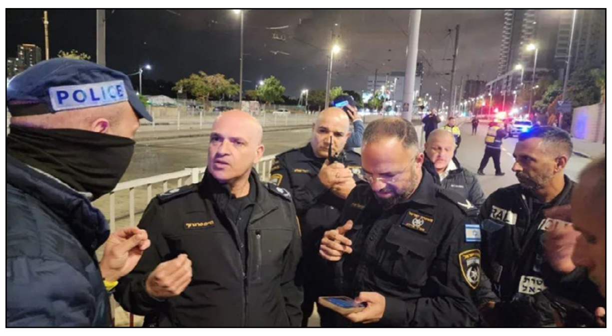

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলের বাত ইয়াম শহরে অন্তত তিনটি বাসে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তেল আবিবের দক্ষিণে অবস্থিত শহরটিতে আলাদা তিনটি পার্কিং এলাকায় খালি বাসে এই বিস্ফোরণ ঘটে। ইসরাইলি গণমাধ্যম জানিয়েছে, বাসগুলো খালি ছিল। বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় ইসরাইলের বাত ইয়ামে শহরে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ইসরাইল বলছে, এটি সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী হামলা। খবর বিবিসির। তবে তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তেল আবিবের দক্ষিণে অবস্থিত বাত ইয়াম শহরে তিনটি বাসে বিস্ফোরণের পর অঞ্চলজুড়ে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।
বিস্ফোরণের পর পুরো এলাকা নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়। জরুরি সেবা সংস্থাগুলো দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করে। আরও দুটি বাসে বিস্ফোরক থাকার খবর পাওয়া গেলেও সেগুলো বিস্ফোরিত হয়নি। সন্দেহভাজনদের খোঁজে পুরো শহরজুড়ে অভিযান চলছে।
স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা যায়, ৫ কেজি ওজনের একটি অবিস্ফোরিত ডিভাইসে বিশেষ বার্তা পাওয়া গেছে। লেখা ছিল 'তুলকারেম থেকে প্রতিশোধ'। তুলকারেম অধিকৃত পশ্চিম তীরের একটি শহর। নেতানিয়াহু বাহিনীর ওই অঞ্চলে সাম্প্রতিক সামরিক অভিযানের প্রতিশোধ হিসেবে এ হামলা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনার পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন করে পশ্চিমতীরের শরণার্থী শিবিরে অভিযান আরও বাড়ানোর ঘোষণা দেয়।
ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পরিস্থিতি সম্পর্কে আপডেট করা হচ্ছে।
কান পাবলিক ব্রডকাস্টার জানিয়েছে, পরিবহণমন্ত্রী মিরি রেগেভ তার মরক্কো সফর সংক্ষিপ্ত করে ইসরাইলে ফিরে আসবেন।
এদিকে, বিস্ফোরণের ঘটনার পরপরই ইসরাইলজুড়ে বাস, ট্রেন ও রেল পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। নিরাপত্তা বাহিনী অন্যান্য যানবাহনগুলোতে বিস্ফোরক থাকার আশঙ্কায় তল্লাশি চালাচ্ছে। এছাড়া জনগণকে সতর্ক থাকতে এবং সন্দেহজনক কোনো বস্তু দেখলে নিরাপত্তা বাহিনীকে জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।
ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। নিরাপত্তা বাহিনী হামলার উৎস খুঁজে বের করতে কাজ করছে। সাধারণ জনগণকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে।

এফবিআই প্রধান হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্যাশ প্যাটেল

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (এফবিআই) প্রধান হিসেবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্যাশ প্যাটেলকে চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে দেশটির সিনেট। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) সিনেটে ক্যাশ প্যাটেলের মনোনয়ন চূড়ান্ত হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি ও কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা তাদের এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে। সংবাদমাধ্যম দুটি জানায়, মার্কিন সিনেটে ৫১ ভোটের মধ্যে ৪৯টিই গেছে কাশ প্যাটেলের পক্ষে। দুই রিপাবলিকান সুসান কলিনস ও লিসা মুরকোস্কি তার বিপক্ষে ভোট দেন।এর মধ্য দিয়ে প্যাটেলের এফবিআই প্রধান হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে গেছে।
এফবিআইয়ের পরিচালকরা যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী ১০ বছর মেয়াদের জন্য নিয়োগ পান।
এফবিআই প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ক্যাশ প্যাটেল।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্যাটেল লিখেছেন, আমাদের বিচার ব্যবস্থার রাজনৈতিকীকরণ জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করেছে- কিন্তু আজই তা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে ইরানের চূড়ান্ত নীতি : খামেনি

আপনজন ডেস্ক: কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ বিন খলিফা আলে সানি ও তার সফরসঙ্গীরা তেহরানে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ কথা বলেন।
ইসলামি বিপ্লবের নেতা আশা প্রকাশ করে বলেন, তেহরানে সম্পাদিত চুক্তিগুলো উভয় দেশের জন্য কল্যাণকর হবে এবং উভয় পক্ষই তাদের প্রতিবেশীসুলভ দায়িত্ব-কর্তব্য আগের চেয়ে আরও বেশি করে পালন করতে সক্ষম হবে।
আয়াতুল্লাহ খামেনি আঞ্চলিক বিষয়াদি সম্পর্কে কাতারের আমিরের বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করে আরও বলেন, আমরা কাতারকে ভ্রাতৃপ্রতিম ও বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করি, যদিও আমাদের মধ্যে এখনও কিছু অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে, যেমন দক্ষিণ কোরিয়া থেকে কাতারে স্থানান্তরিত ইরানি পাওনা (অর্থ) ফিরে আসেনি। আমরা জানি এ ক্ষেত্রে যেসব সমঝোতা হয়েছিল তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হলো যুক্তরাষ্ট্র।
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেন, আমরা কাতারের জায়গায় থাকলে মার্কিন চাপ উপেক্ষা করে ইরানের পাওনা পরিশোধ করতাম। আমরা এখনো কাতারের কাছ থেকে এমন পদক্ষেপ আশা করি। বৈঠকে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ বিন খলিফা আলে সানি ইসলামী বিপ্লবের নেতার সঙ্গে সাক্ষাত করতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বিশ্বের নির্যাতিত মানুষ ও ফিলিস্তিনি জনগণের সমর্থনে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের দৃঢ় অবস্থানের প্রশংসা করেন। সর্বোচ্চ নেতাকে সম্বোধন করে কাতারের আমির বলেন, ফিলিস্তিনি জনগণের পক্ষে আপনার অবস্থানের কথা চিরদিন মনে থাকবে।
এই অঞ্চলের বিশেষ ও কঠিন পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে কাতারের আমির এমন পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক দেশগুলোর মধ্যে বৃহত্তর সহযোগিতা গড়ে তোলা জরুরি বলে মন্তব্য করেন। শেখ তামিম বিন হামাদ বিন খলিফা আলে সানি ইরান ও কাতারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিগুলোর কথাও উল্লেখ করেন, এসব চুক্তির মধ্যে একটি হলো দুই দেশের মধ্যে পানির নিচে টানেল নির্মাণ। কাতারের আমির আরও বলেন, সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে দুই দেশের যৌথ কমিশন শিগগিরই কাজ শুরু করবে এবং অদূর ভবিষ্যতে দুই দেশের অর্থনৈতিক লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

গণহারে কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা সিআইএ'র, যা হতে পারে ৫০ বছরে সর্বাধিক

আপনজন ডেস্ক: এবার অজ্ঞাতসংখ্যক কর্মীকে চাকরিচ্যুত করার উদ্যোগ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ)। সংস্থাটির ইতিহাসে এটিই হবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় কর্মী ছাঁটাইয়ের অন্যতম ঘটনা দাবি করছেন সংস্থাটির সাবেক কর্মকর্তারা। ছাঁটাই হতে যাওয়া ওই কর্মীরা সংস্থাটির রিক্রুটিং ও ডাইভারসিটি নিয়ে কাজ করে থাকেন বলে জানা গেছে।
এর আগে, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ) কর্মীদের আট মাসের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ পদত্যাগের প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মী সংকোচনের উদ্যোগের অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থায় সম্ভাব্য গণছাঁটাইয়ের ওই উদ্যোগ তার এ আদেশেরই প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে।
বাধ্যতামূলক প্রশাসনিক ছুটিতে থাকা কর্মকর্তাদের গত শুক্রবার ডাকতে শুরু করে সিআইএ। এরপর তাদের পদত্যাগ করতে বলা হয়, নয়তো বরখাস্তের শিকার হতে হবে বলে জানায়। তবে দ্রুতই এ পদক্ষেপ স্থগিত করেন একটি ফেডারেল আদালত।
কর্মীদের এভাবে গণহারে ছাঁটাইয়ের সিআইএর উদ্যোগের ওপর সাময়িক স্থগিতাদেশ দেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে আগামী সোমবার ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট অব ভার্জিনিয়ার একজন বিচারকের শুনানি করার কথা রয়েছে।
উল্লেখ্য, দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় বসা ট্রাম্প আমলাতন্ত্র ছেঁটে ফেলা ও অনুগতদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের লক্ষ্যে এরই মধ্যে হাজারো সরকারি কর্মীকে হয় বরখাস্ত নয়তো দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় সিআইএ কর্মীদেরও 'বাইআউট' বা আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে চাকরি ছাড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
তবে এর আগে, বিষয়টি নিয়ে এক প্রতিবেদনে ভিন্ন তথ্য দিয়েছিল ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। গণমাধ্যমটি জানিয়েছিল, ট্রাম্প ও তার মিত্ররা দীর্ঘদিন ধরে সিআইএর কর্মকর্তাদের 'ডিপ স্টেটের' (গোপন শক্তি) অংশ হিসেবে দেখে আসছেন এবং মনে করেন তারা ট্রাম্পকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজা থেকে ফেরত আসা মৃতদেহ শিরি বিবাসের নয়: ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হাতে জিম্মি হওয়া সর্বকনিষ্ঠ দুই জনের মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধবিরতি চুক্তির অধীনে গতকাল বৃহস্পতিবার ওই দুই শিশু কেফির ও অ্যারিয়েল, তাদের মা শিরি বিবাস এবং ওদেদ লিফশিতজ নামের মোট চারজনের মরদেহ রেড ক্রসের কাছে হস্তান্তর করেছে হামাস। তবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার গাজা থেকে ইসরায়েলে ফেরত পাঠানো চারটি মৃতদেহের মধ্যে শিশুদের মা শিরি বিবাস নেই, অর্থাৎ শিশুদের মা বলে যে নারীর লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে সেটি আসলে শিরি বিবাসের লাশ নয়। ৩৩ বছর বয়সী শিরি বিবাস এবং তার দুই ছেলে আরিয়েল (৫) এবং কেফির(২) মারা গেছেন, এই খবর ইসরায়েলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) বিবাস পরিবারকে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ইসরায়েল সকল মৃতদেহ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে। কিন্তু দুই ছেলের মৃতদেহ সণাক্ত করা গেলেও তৃতীয় মৃতদেহটি তাদের মায়ের ছিল না বলে আইডিএফ জানিয়েছে। তারা বাকি জিম্মিদের সঙ্গে ওই নারীর মৃতদেহও ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়েছে।
তবে হামাস এখনও ইসরায়েলের দাবির বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। আইডিএফ এক্স-এ পোস্ট করে জানিয়েছে, শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া চলাকালীন জানা যায় মৃতদেহটি শিরি বিবাসের নয় এবং অন্য কোনো জিম্মির সঙ্গেও কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। এটি অজ্ঞাত একটি মৃতদেহ।
তাতে আরো বলা হয়, 'হামাস সন্ত্রাসী সংগঠনের দ্বারা চুক্তির নিয়ম লঙ্ঘন এটি। তারা চার মৃত জিম্মিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য চুক্তির অধীনে বাধ্য।
আমরা হামাসকে আমাদের সকল জিম্মিদের সঙ্গে শিরিকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করছি।'
আইডিএফ জানিয়েছে, 'গোয়েন্দা তথ্য এবং ফরেনসিক অনুসন্ধান অনুসারে, ২০২৩ সালের নভেম্বরে বন্দি অবস্থায় সন্ত্রাসীরা দুই শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। তবে হামাস বলেছে, দুই ছেলে এবং তাদের মা ইসরায়েলি বোমা হামলায় নিহত হয়েছিল।'
শিরি, এরিয়েল এবং তাদের মা কেফির বিবাসকে ৭ অক্টোবর ২০২৩ সালে ইসরায়েলে হামাসের হামলার সময় অপহরণ করা হয়েছিল। শিশুদের বাবা ইয়ার্ডেন বিবাসকে(৩৪) গত ১ ফেব্রুয়ারি হামাস মুক্তি দেয়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪১মি.

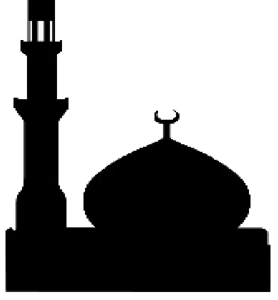

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪১	৬.০৩
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৩.৫৯	
মাগরিব	৫.৪১	
এশা	৬.৫২	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

বাস খাদে পড়ে পাকিস্তানে নিহত ৮

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের কাসুর জেলার রাভিনে যাত্রীবাস খাদে পড়ে আটজন নিহত ও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার এ ঘটনা ঘটে। এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে জিও নিউজ। উদ্ধারকর্মীরা জানিয়েছেন, চালক এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়লে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পানিতে পড়ে গেলে এ ঘটনা ঘটে। এতে নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

রাশিয়ার হামলা প্রতিরোধে পোল্যান্ডে স্কুল শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক অস্ত্র প্রশিক্ষণ

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার সম্ভাব্য হামলা প্রতিরোধ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পোল্যান্ডের স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিশুরা এই প্রশিক্ষণ উপভোগ করছে, আর তাদের অভিভাবকরাও এতে গর্বিত।
পোল্যান্ডের স্কারশেভের নিকোলাউস কোপার্নিকাস প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। বিদ্যালয়টিতে বিভিন্ন মতাদর্শ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হলেও ব্যায়ামাগারে এক ভিন্নধর্মী দৃশ্য দেখা যায়–১৩ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা অ্যাসল্ট রাইফেল ও পিস্তল চালানো শিখছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইভা গোলিনস্কা বলেন, "পোলিশ বিদ্যালয়গুলোতে এটি এখন বাধ্যতামূলক বিষয়। এখানে শিক্ষার্থীদের শুধু অস্ত্র একত্রিকরণ এবং পরিচালনা শেখানো হয়। বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে এই প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"
তিনি প্রতিবেশী ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, পোল্যান্ড নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হওয়ায় নাগরিকদের দ্রুত অস্ত্র চালানো শেখানো হচ্ছে। স্কারশেভের মেয়র ইয়াসেক পাউলি বলেন, "তারা গুলি চালানোর জন্য খুব ছোট নয়। অন্যান্য ক্রীড়ার মতো গুলি চালানোর আগ্রহও অল্প বয়স থেকেই গড়ে ওঠে।

শ্রীলঙ্কার আদালতে আইনজীবীর ছদ্মবেশে গ্যাং লিডারকে গুলি করে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোর একটি আদালতে আইনজীবীর ছদ্মবেশে প্রবেশ করে কুখ্যাত গ্যাং লিডার সঞ্জীবা কুমারা সামারারত্নেকে গুলি করে হত্যা করেছে এক অস্ত্রধারী। পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারী একটি রিভলবার ব্যবহার করেন। ধারণা করা হচ্ছে, ওই রিভলবারটি একজন সন্দেহভাজন নারী খালি বইয়ের ভেতরে লুকিয়ে আদালতে নিয়ে এসেছিলেন। ওই নারী এখনো পলাতক রয়েছেন। শুক্রবার বিবিসি জানিয়েছে, সঞ্জীবাকে একাধিক হত্যা মামলার আসামি হিসেবে আদালতে হাজির করা হয়েছিল। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে তিনি পুলিশের হেফাজতে ছিলেন। কিন্তু আদালতে শুনানির সময় বন্দুকধারী তাঁকে গুলি করে।
ঘটনার সময় সঞ্জীবার নিরাপত্তার জন্য আদালতে ১২ জন পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। গুলির পর হামলাকারী পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও পুলিশ পরে তাঁকে আটক করে। সন্দেহভাজনের পরিচয় নিয়ে ভিন্ন তথ্য পাওয়া গেলেও পুলিশ জানিয়েছে, তিনি একাধিক নাম ব্যবহার করতেন। এদিকে পুলিশ ২৫ বছর বয়সী নারী পিনপুরা দেবাগে ইশারা সেওয়ান্দিকে এই ঘটনার প্রধান সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

মায়ানমারে জান্তার নির্বিচার হামলায় ৫৩ বেসামরিক নিহত

আপনজন ডেস্ক: মায়ানমারজুড়ে বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে জান্তা বাহিনী। স্কুল, বাস্তুচ্যুত মানুষের শিবির, হাসপাতাল এবং ধর্মীয় স্থানসহ বিভিন্ন স্থানে চালানো নির্বিচার এই হামলায় গত ১০ দিনে অর্ধশতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন। নিহতদের সবাই বেসামরিক নাগরিক। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও অনেকে। বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম দ্য ইরাবতী। সংবাদমাধ্যমটি বলছে, মায়ানমারের জান্তার বিমান হামলায় ১০ দিনে অন্তত ৫৩ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং আরও ৮০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। ফাইটার জেট, ওয়াই১২ বিমান, হেলিকপ্টার এবং মোটরচালিত প্যারাগ্লাইডাররা গত ১০ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্কুল, বাস্তুচ্যুতি শিবির, হাসপাতাল এবং ধর্মীয় স্থানসহ বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে কমপক্ষে ৩৫টি আক্রমণ পরিচালনা করেছে।
ম্যাগওয়ে, সাগাইং, মান্দালয় ও তানিনথারি অঞ্চল এবং রাখাইন, কাচিন, শান, মন এবং কারেনি (কায়া) প্রদেশে বিমান হামলার খবর পাওয়া গেছে। তায়াং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি বুধবার রাতে নাওংকিওতে আবাসন ও একটি সরকারি হাসপাতালে বিমান হামলার কথা জানিয়েছে। উত্তরাঞ্চলীয় শান প্রদেশের এই শহরটি ওই সশস্ত্র গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ করছে। টিএনএলএ জানিয়েছে, বিমান হামলায় তিনজন বেসামরিক লোক নিহত এবং চারজন আহত হয়েছেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৫২ সংখ্যা, ৯ ফাল্গুন ১৪৩১, ২৩ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

ভাষা আত্মপরিচয়ের অংশ

ভাষা কেবল একটি যোগাযোগের মাধ্যম নহে; ইহা একটি জাতির পরিচয়, সংস্কৃতি ও স্বকীয়তার বাহক। ভাষার মাধ্যমে মানুষ তাহার আবেগ, চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটাইয়া থাকে। প্রত্যেক মানুষের নিকট তাহার মাতৃভাষাই সবচাইতে প্রিয় ও সুমধুর। বিশ্বের ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষা অন্যতম-যাহা প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইহা কেবল ভাষা নহে, ইহা আমাদের অস্তিত্ব, ইতিহাস ও আত্মপরিচয়ের প্রতিচ্ছবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, 'ভাষা হইল হৃদয়ের অভিব্যক্তি।' এই ভাষাই আমাদের জাতীয় আন্দোলনের মূল প্রেরণা জুগাইয়াছে, জাতি হিসাবে আমাদের স্বকীয়তা নিশ্চিত করিয়াছে।

বিশ্বে প্রায় ৭ হাজার ভাষা রহিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক ভাষাই ধীরে ধীরে হারাইয়া যাইতেছে। ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে, পরবর্তী এক শত বৎসরের মধ্যে প্রায় ৩ হাজার ভাষা বিলুপ্ত হইবে। মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে মনীষীরা বলিয়া থাকেন-একজন মানুষ তাহার মাতৃভাষায় যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে, অন্য কোনো ভাষায় তাহা সম্ভব নহে। সেই প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষার টিকিয়া থাকাই কেবল নহে, তাহার সমৃদ্ধি ও বিকাশ নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য। বাংলা ভাষা বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম মাতৃভাষা হইলেও, আধুনিক বিশ্বের ভাষাগত প্রতিযোগিতায় ইহার অবস্থান সুসংহত করিবার জন্য আমাদের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। এক জরিপে বলা হইয়াছে যে, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বে চাইনিজ, স্প্যানিশ ও ইংরেজি সবচাইতে প্রভাবশালী ভাষা হইবে।

তথাপি প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে ভাষান্তরের প্রক্রিয়া আরো সহজ ও গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠিবে। কিন্তু মাতৃভাষার গুরুত্ব কেবল যোগাযোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; ইহা একটি জাতির আত্মপরিচয়ের ভিত্তি। ফ্রিডরিখ শিলার বলিয়াছেন, 'যে জাতি তাহার ভাষা রক্ষা করিতে পারে না, সে জাতি আপন সত্তা সংরক্ষণ করিতেও ব্যর্থ হয়।' বাংলা ভাষার গৌরবময় ইতিহাস আমাদের স্মরণ করায়, কীভাবে ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার ঘটনা একমাত্র এই ভাষারই বৈশিষ্ট্য। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই মূলত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাহাদের জাতিগত স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিবার আন্দোলন শুরু করিয়াছিল। এই ভাষার জন্য সংগ্রামই ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতার মূল প্রেরণা হইয়াছিল। বিশ্বে মাতৃভাষার অধিকারের জন্য আত্মত্যাগের এমন উদাহরণ বিরল। এই কারণে ২১শে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃত। নেলসন ম্যান্ডেলা বলিয়াছেন, 'যদি তুমি মানুষের সঙ্গে তাহার বুঝিতে পারা ভাষায় কথা বল, তবে তাহা তাহার মাথায় প্রবেশ করে; কিন্তু যদি তাহার মাতৃভাষায় কথা বল, তবে তাহা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে।'

আমাদের ভাষার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তাহার চর্চা, সংরক্ষণ ও বিকাশের উপর। প্রযুক্তির প্রসার ও বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজি কিংবা অন্য ভাষা শিক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তবে তাহা মাতৃভাষার ক্ষতির কারণ হইতে পারে না। ভাষাবিদ নোম চমস্কি বলিয়াছেন, 'একটি ভাষার মৃত্যু মানেই একটি সংস্কৃতির মৃত্যু'। সুতরাং, আমাদের মাতৃভাষার প্রতি আরো যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। তাহা ছাড়া, বাংলা ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নহে; ইহা আমাদের জাতীয় চেতনার প্রতীক, আমাদের অহংকার। একুশের চেতনা আমাদের শিখাইয়াছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে, তাহার মাধ্যমে আমরা আত্মপরিচয়ের সন্ধান পাইয়াছি। এখন সময় আসিয়াছে বাংলা ভাষাকে আরো সমৃদ্ধ করিবার, এমনকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া তুলিবার।

প্রকৃতপক্ষে, বাংলা কেবল একটি ভাষা নহে, ইহা আমাদের স্বপ্ন, আমাদের আবেগ, আমাদের ইতিহাস। এই ভাষার প্রতি ভালোবাসাই আমাদের জাতিগত ঐক্য ও আত্মপরিচয়ের মূল শক্তি। তাহার জন্য চাই আরো সচেতনতা, আরো যত্ন, আরো গবেষণা। তাহার মাধ্যমেই বাংলা ভাষা চিরঞ্জীব থাকিবে, যুগ যুগ ধরিয়া বিশ্বের দরবারে আপন মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

•••••••••••••

ট্রাম্প-মোদির 'ঘনিষ্ঠতা' ঠেকাতে ভারতকে বড় মূল্য দিতে হতে পারে

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাম্প্রতিক সফরে যে চুক্তি হয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য এখনো প্রকাশিত হয়নি। তবে দুই নেতার যৌথ সংবাদ সম্মেলন দেখে মনে হচ্ছে, মোদি এমন একটি চুক্তি করেছেন, যা ভারতের জন্য ততটা উপকারী না-ও হতে পারে। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে তাদের বাণিজ্য ১৯০ বিলিয়ন ডলার থেকে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খবরটি শুনে প্রথমে এটিকে ভারতের জন্য ভালো মনে হলেও এটি আসলে ভারতের জন্য লাভজনক না-ও হতে পারে। লিখেছেন ভীম ভুর্তেল।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাম্প্রতিক সফরে যে চুক্তি হয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য এখনো প্রকাশিত হয়নি। তবে দুই নেতার যৌথ সংবাদ সম্মেলন দেখে মনে হচ্ছে, মোদি এমন একটি চুক্তি করেছেন, যা ভারতের জন্য ততটা উপকারী না-ও হতে পারে।

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে তাদের বাণিজ্য ১৯০ বিলিয়ন ডলার থেকে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খবরটি শুনে প্রথমে এটিকে ভারতের জন্য ভালো মনে হলেও এটি আসলে ভারতের জন্য লাভজনক না-ও হতে পারে। ৯০-এর দশকে চীনের সঙ্গে মার্কিন বাণিজ্যের সময় যেভাবে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, সেভাবে এই চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করবে।

ভারত ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৮৩ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৪০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করেছে।

ভারত সেবা খাতে ৩৬ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করেছে এবং ২৯ বিলিয়ন ডলার আমদানি করেছে। এর ফলে প্রায় ৫০ শতাংশ বাণিজ্য উদ্বৃত্ত তৈরি হয়েছে ভারতের পক্ষে। এখন পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করার মানে হলো, যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যে যেভাবে শুল্ক আরোপ করে, ভারতও তেমনই শুল্ক আরোপ করবে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ওপর।

এটি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) অধীনে ভারতকে যে উন্নয়নশীল দেশের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, সেটি কার্যত শেষ করে দেবে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের দাম বাড়বে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য ভারতীয় বাজারে সস্তা হবে। এই পরিবর্তনের কারণে ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত কমে যেতে পারে এবং ভারতের অর্থনীতিতে ক্ষতি হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, ভারত শুল্ক কমিয়ে মার্কিন পণ্য, বিশেষত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম এবং তেল ও গ্যাসের আমদানি বাড়াবে, যাতে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি কমে আসে। চুক্তি মোতাবেক ভারতকে আরও বেশি তেল ও গ্যাস আমদানি করতে হবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

ভারত তার তেল আমদানির জন্য বরাবরই ইরাক, রাশিয়া, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর দেশটি রাশিয়া থেকে তেল আমদানি অনেক গুণ বাড়িয়েছে। ২০২২ সালে ভারতের মোট তেল আমদানির ৪০ শতাংশই ছিল রাশিয়ার; এখনো তা প্রায় ৩৫ শতাংশে রয়েছে।

ভারত রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল বাজারের দামের তুলনায় অনেক কম দামে কিনছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র থেকে তেল আমদানি করলে একদিকে তা বাজার মূল্যে আসবে; অন্যদিকে শিপিং খরচ রাশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা তেলের তুলনায় দ্বিগুণ হবে।

শুধু তা-ই নয়, মার্কিন অপরিশোধিত তেল পরিশোধন করার জন্য ভারতের রিফাইনারিগুলোকে তাদের প্ল্যান্টে অতিরিক্ত কাজ করতে হবে। এতে খরচ আরও বেড়ে যাবে। এসব কারণ তেলের দামকে যথেষ্ট বাড়িয়ে দেবে। এটি ভারতের মুদ্রাস্ফীতির চাপকে আরও বাড়িয়ে দেবে। কারণ, বেশির ভাগ পরিবহন খরচ ভারতের তেলের দামের ওপর নির্ভরশীল।

তৃতীয়ত, ট্রাম্প জানিয়েছেন, দুই দেশের মধ্যে ১০ বছরের প্রতিরক্ষা অংশীদারির চুক্তি হয়েছে। যদিও এটি কৌশলগত অংশীদারিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য হিসেবে দেখানো হচ্ছে, তবে মনে হচ্ছে, এটি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষের অধিকতর বাণিজ্য ভারসাম্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যে তৈরি হচ্ছে।

এই চুক্তিতে ভারতের মাটিতে প্রধান অস্ত্র সরঞ্জাম উৎপাদন করার শর্ত রয়েছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা প্রস্তুতকারকদের উচ্চ উৎপাদন

> **ভারত তার তেল আমদানির জন্য বরাবরই ইরাক, রাশিয়া, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর দেশটি রাশিয়া থেকে তেল আমদানি অনেক গুণ বাড়িয়েছে। ২০২২ সালে ভারতের মোট তেল আমদানির ৪০ শতাংশই ছিল রাশিয়ার; এখনো তা প্রায় ৩৫ শতাংশে রয়েছে।**
>
> **ভারত রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল বাজারের দামের তুলনায় অনেক কম দামে কিনছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র থেকে তেল আমদানি করলে একদিকে তা বাজার মূল্যে আসবে; অন্যদিকে শিপিং খরচ রাশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা তেলের তুলনায় দ্বিগুণ হবে।**

খরচের কারণে এটি ভারতের জন্য খুব লাভজনক হবে না। যুক্তরাষ্ট্র ভারতের কাছে যে সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করতে চায়, তার মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিট্যাংক মিসাইল এবং এফ-৩৫ স্টিলথ ফাইটার জেট। কিন্তু এই মানের অস্ত্র বর্তমানে রাশিয়া থেকে সস্তায় আনছে ভারত। কিন্তু একই মানের অস্ত্র যুক্তরাষ্ট্র থেকে আনলে খরচ পড়বে অনেক বেশি।

এই চুক্তির ফলে ভারতের জন্য সব সময়েই নেতিবাচক প্রভাব দেখা দিতে পারে। স্বল্প মেয়াদের ক্ষতি হিসেবে বলা যায়, এই চুক্তির ফলে ভারতের রুপি আরও দুর্বল হয়ে যেতে পারে, কারণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়বে যা ভারতের অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি বাড়িয়ে দেবে। ইতিমধ্যে ভারতের পার্লামেন্টে রুপির দর কমে যাওয়ার জন্য মোদির সমালোচনা করা হয়েছে।

যদিও এসব অস্ত্রের আমদানিকে চীনকে মোকাবিলা করার কৌশল হিসেবে দেখানো হচ্ছে, কিন্তু এগুলো আদতে পুরোনো প্রযুক্তির এবং চীনের আধুনিক ব্যবস্থার তুলনায় অনেক কম কার্যকর। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষের মতো জায়গায় সস্তা ব্যাটারিচালিত ড্রোন যুদ্ধে এসব অস্ত্রের কার্যকারিতা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে।

চতুর্থত, দুই দেশ ১৬ বছর আগে স্বাক্ষরিত একটি পারমাণবিক চুক্তির বাস্তবায়ন করতে সম্মত হয়েছে। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে পারমাণবিক চুল্লি সরবরাহ করবে। তবে চুল্লিগুলো পুরোনো ও ব্যয়বহুল বলে ভারতীয়রা ইতিমধ্যেই নানা সমালোচনা করছেন। তাঁরা বলছেন, চীন যখন চতুর্থ ও পঞ্চম প্রজন্মের চুল্লি তৈরি করছে, তখন ভারত যুক্তরাষ্ট্র থেকে দ্বিতীয় প্রজন্মের চুল্লি আমদানি করবে। ২০৩৫ সালের পর ফিউশন পারমাণবিক প্রযুক্তিতে দ্রুত উন্নয়ন হবে। সুতরাং এই চুক্তি ভারতের জন্য তেমন লাভজনক হবে না। এটি শুধু যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে সাহায্য করবে।

এই চুক্তির ফলে ভারতের জন্য সব সময়েই নেতিবাচক প্রভাব দেখা দিতে পারে।

স্বল্প মেয়াদের ক্ষতি হিসেবে বলা যায়, এই চুক্তির ফলে ভারতের রুপি আরও দুর্বল হয়ে যেতে পারে, কারণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়বে যা ভারতের অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি বাড়িয়ে দেবে। ইতিমধ্যে ভারতের পার্লামেন্টে রুপির দর কমে যাওয়ার জন্য মোদির সমালোচনা করা হয়েছে।

মধ্য-মেয়াদের কথা চিন্তা করলে বলা যায়, এই চুক্তির ফলে যদিও মার্কিন পণ্য (যেমন ইলেকট্রনিকস, পোশাক ও জুতা) সস্তা হতে পারে এবং ভারতীয় বাজারে তা প্রচুর পাওয়া যাবে, তবে বেশির ভাগ ভারতীয় নাগরিক (বিশেষ করে নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরিব পরিবার) ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে সমস্যায় পড়বেন।

আর দীর্ঘ মেয়াদে মোদির 'আত্মনির্ভর ভারত' উদ্যোগ হুমকির মুখে পড়তে পারে। কারণ, ভারতীয় পণ্যগুলো মার্কিন সস্তা পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না। এটি ভারতের সস্তা শ্রমের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাকেও নষ্ট করে দেবে। যদি ইউরোপও একই ধরনের ট্যারিফ নীতি গ্রহণ করে, তাহলে ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্ভাবনা আরও খারাপ হতে পারে।

তবে এই চুক্তির ফলে ভারত কিছু লাভও পেতে পারে। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্র থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির দাম তুলনামূলকভাবে কম, যা পশ্চিম এশিয়ার গ্যাসের চেয়ে সস্তা।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্র ভারতের কাছে তুহাউর রানার প্রত্যর্পণ অনুমোদন করেছে। এটি মোদির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জয় হতে পারে। কারণ, রানা ২০০৮ সালের মুম্বাই হামলায় জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

তবে এসব লাভ ভারতের বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও কৌশলগত ক্ষতির তুলনায় খুবই কম। সে কারণে মোদিকে তাঁর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যনীতিগুলো পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

ভীম ভুর্তেল কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও কূটনীতি বিষয়ের অধ্যাপক

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ

হোসাম আল-হামালাউয়ি

আমেরিকার আধিপত্য কেন সরু সুতায় ঝুলছে

২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজা যুদ্ধের সূচনা এবং পরবর্তী গণহত্যা বিভিন্ন কারণে বিশ্বের অনেককে বিভ্রান্ত করেছিল। আরব বিশ্ব এবং অন্যত্রও কেউ কেউ এই ভেবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলেন যে এক বছরের বেশি সময় ধরে প্রচেষ্টা চালানোর পরও ইসরায়েলকে থামাতে যুক্তরাষ্ট্রকে কেন এমন 'অসহায়' ও 'অক্ষম' বলে মনে হয়েছে। উপসংহারটাকে এভাবে টানা যায়, যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে নিয়ন্ত্রণ করছে অথবা যুক্তরাষ্ট্র এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে যে তারা আর ইসরায়েলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।

কিন্তু ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে তার শক্তির প্রকাশ ঘটাচ্ছে, তাতে এটা স্পষ্ট যে ওয়াশিংটনের বৈশ্বিক আধিপত্য হ্রাস পাচ্ছে।

সামরিক সংঘাত, অর্থনৈতিক চাপ ও কৌশলগত পুনর্বিন্যাসের কারণে শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়, বিশ্বের অন্যখানেও ভূরাজনৈতিক দৃশ্যপটে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনগুলো আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক খেলোয়াড়দের ওপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলছে এবং ক্ষমতার ভারসাম্য নতুন করে বিন্যস্ত করছে।

২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকট, ইরাক ও আফগানিস্তানে পরাজয় এবং আমেরিকান অর্থনৈতিক ও সামরিক নীতির ওপর বৈশ্বিক প্রতিরোধ—এই সবকিছুই যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য হ্রাসের ধারাবাহিকতাকে প্রকাশ করে। শীতল যুদ্ধের কালে বৈশ্বিক জিডিপিতে যুক্তরাষ্ট্রের অবদান সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশে পৌঁছায়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেটা অর্ধেকে নেমে এসেছে। চীন সে সময় বৈশ্বিক জিডিপিতে মাত্র ২ শতাংশ অবদান রাখত। বর্তমানে সেটা বেড়ে প্রায় ২০ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছে। নিকট ভবিষ্যতে চীনের অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রকে ছাপিয়ে যাবে। চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র রপ্তানি বিধিনিষেধ আরোপ করার পরও দেশটি অগ্রসর প্রযুক্তির শিল্প দ্রুতগতিতে বিকাশ ঘটিয়ে চলছে। সেমিকন্ডাক্টর খাতে চীনের কোম্পানিগুলো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার চিপ-বাজারের ওপর সরাসরি চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। চীনের প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলো উন্নত ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) মডেল উদ্ভাবন করেছে।

বিধিনিষেধের পরও চীন যে উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশে সক্ষম, এটা তারই প্রমাণ। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের সঙ্গে চীনের সামরিক বাজেটের আকারও বড় হয়েছে। সামরিক খাতে ব্যয়ের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পরেই চীনের অবস্থান। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর গাজা যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমের দেশগুলোতে সবচেয়ে জোরালো সামাজিক প্রতিবাদ হয়েছে। বৈশ্বিক উত্তরের লাখ লাখ মানুষ তাদের সরকারের বিরুদ্ধে গণহত্যায় সহযোগিতার অভিযোগে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছেন। এই প্রতিবাদ শেষ বিচারে দেশগুলোর ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে সংঘর্ষকে প্রকাশ করে।

এ ছাড়া ভ্লাদিমির পুতিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সামরিক শক্তির পুনরুত্থান ঘটেছে। রাশিয়ার এই অগ্রগতি যুক্তরাষ্ট্র একদা বিশ্বে যে একক আধিপত্য উপভোগ করত, সেই ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে। একই সময়ে আঞ্চলিক শক্তিগুলোও তাদের শক্তিকে নতুন পথে প্রকাশ করছে। ইরান, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবের মতো দেশগুলোর প্রভাব যেভাবে বাড়ছে, সেটা এই বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটায় যে আঞ্চলিক খেলোয়াড়েরা তাদের ভূরাজনৈতিক লক্ষ্যকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজছে।

বিগত দশকগুলোতে এই রাষ্ট্রগুলোর বেশির ভাগই মার্কিন আধিপত্য কাঠামোর মধ্যেই তাদের অবস্থান নিত। এখন তারা আরও বেশি স্বাধীন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিরোধমূলক কৌশল অনুসরণ করছে।

এসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের শাসকদের অভিজাত অংশ (ডেমোক্র্যাট হোক আর রিপাবলিকান হোক) আরও কঠোর কূটনীতি, বাণিজ্যযুদ্ধ ও সামরিক হস্তক্ষেপের মতো পদক্ষেপ নিচ্ছে, যাতে তাদের আধিপত্য ধরে রাখা যায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের দুর্বল করা যায়। ফলে তারা আগে যেগুলোকে রেডলাইন (সতর্করেখা) বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল, সেগুলো নিজেরাই লঙ্ঘন করছে।

অতিমাত্রায় আগ্রাসনের পথ গ্রহণ করছে। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো ইউক্রেন যুদ্ধ।

এই যুদ্ধে পুতিনকে মোকাবিলা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র একাই ১৮৩ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে।

গাজায় ইসরায়েলি ডানপন্থী সরকার অতিমাত্রার আগ্রাসন চালিয়েছে। তার কারণ হলো, যুক্তরাষ্ট্র তাদের সমর্থন দিয়েছে, অর্থ দিয়েছে, অস্ত্র দিয়েছে। গাজার ক্ষেত্রে এই চিত্র স্বল্প সময়ের বিচারে আরও অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে। গাজা খালি করার ইসরায়েলি পরিকল্পনায় শর্তহীন সমর্থন দিচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফিলিস্তিনি ও লেবাননি প্রতিরোধ আন্দোলন বড় ধাক্কা খেয়েছে। আরব অঞ্চলের কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো, বিশেষ করে মিসরের আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি পশ্চিমাদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা পেয়ে তার কার্ড খেলার সুযোগ পেয়েছে।

কিন্তু ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর গাজা যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমের দেশগুলোতে সবচেয়ে জোরালো সামাজিক প্রতিবাদ হয়েছে। বৈশ্বিক উত্তরের লাখ লাখ মানুষ তাদের সরকারের বিরুদ্ধে গণহত্যায় সহযোগিতার অভিযোগে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছেন। এই প্রতিবাদ শেষ বিচারে দেশগুলোর ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে সংঘর্ষকে প্রকাশ করে।

ফিলিস্তিনিদের প্রতি যে বৈশ্বিক সংহতি তৈরি হয়েছে, তাতে জেরুজালেমের স্বাধীনতা কায়রো, বৈরুত, আম্মান ও দামেস্ক এবং ওয়াশিংটন, লন্ডন, বার্লিন ও প্যারিসের রাস্তায় প্রতিবাদের সঙ্গে মিশে যাবে।

হোসাম আল-হামালাউয়ি মিসরের সাংবাদিক

মিডলইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

আক্রান্ত হলেন বসিরহাট তৃণমূলের যুবনেতা আব্দুল কাদের মোল্লা

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: আক্রান্ত তৃণমূলের যুবনেতা আব্দুল কাদের মোল্লা। ধারালো অস্ত্রের আঘাত, ভর্তি বসিরহাট জেলা হাসপাতালে। অভিযোগ-কিছুদিন আগে বাঁশঝাড়ী এলাকায় একটি জমি অবৈধভাবে জোরপূর্বক কিছু অসৎ লোক দখল করছিল । আব্দুল কাদের মোল্লা স্থানীয় পঞ্চায়েতের মেম্বারদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে তার প্রতিবাদ করে এবং বেআইনি জমি দখলে বাধা দেয় । এরপর গত রাতে দশ থেকে বারো জনের দুষ্কৃত দল তারা আব্দুল কাদের মোল্লার বাড়িতে হামলা করে । আব্দুল কাদের মোল্লা সহ তার মা , স্ত্রী ও ছয় বছরের বাচ্চাকে মারধর করে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে আব্দুল কাদের মোল্লাকে কোপায় । তাদের চিৎকার শুনে এলাকার মানুষ ছুটে এলে দুষ্কৃতীরা ৫ রাউন্ড গুলি চালিয়ে এলাকা ছত্রভঙ্গ করে পালিয়ে যায়। এরপর আব্দুল কাদের মোল্লার পরিবার এবং স্থানীয়রা তাদেরকে বসিরহাট মহকুমা হাসপাতালে এনে ভর্তি করে এবং ঘটনাস্থলে যায় বসিরহাট থানার পুলিশ। অবস্থান অবনতি হওয়াতে আব্দুল কাদের মোল্লার মাকে কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে । পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে বসিরহাট থানার পুলিশ । এই বিষয় নিয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্য-কর্মাদক্ষ শাহানুর মন্ডল বলেন, বসিরহাট থেকে দুষ্কৃতি নির্মূল করতে হবে, যিনি আহত হয়েছেন তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী যুবনেতা, আমি যেটা জানতে পারলাম দুষ্কৃতীরা তার ঘরে ঢুকে তার বৃদ্ধ মাকে এবং তাকে কোপাতে থাকে। আমার প্রশাসনের কাছে অনুরোধ যাতে সঠিক বিচার পায় এবং দুষ্কৃতীরা গ্রেপ্তার হয় তার জন্য অনুরোধ করছি। এদিন বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক ডক্টর সপ্তসী ব্যানার্জি এই বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা আমাদের এক তৃণমূল কংগ্রেসের সহকর্মী তিনি দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন। আমি তার পরিবারের পাশে আছি । দুষ্কৃতীরা যাতে ধরা পড়ে তার জন্য পুলিশকে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছি।

ইংরেজি ‘অয়োময়’ ম্যাগাজিনের যাত্রা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুরু হল ‘অয়োময়’ ইংরেজি মাসিক পত্রিকার পথ চলা। তদন্তমূলক সাংবাদিকতা, গভীর বিশ্লেষণ, গ্রামীণ বাংলার সমস্যা, খবরের ভেতরের খবর তুলে আনার উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতা থেকে এটি প্রকাশিত হল। এর আগে ‘অয়োময়’ বাংলা ভাষায় লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে পাঁচ বছর। শুক্রবার এটি পার্ক স্ট্রিটের অভিজাত অক্সফোর্ড বুকস্টোরে উদবোধন হয়। আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করেন বিশিষ্ট কবি জয় গোস্বামী। এদিন ‘হোয়াট রুরাল বেঙল থিংকস টুডে’ শিরোনামে একটি আলোচনাও হয় এ উপলক্ষে। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি অধ্যাপক অংশুমান কর, অধ্যাপক মইদুল ইসলাম, সাহিত্যিক সুমিতা দাস, অধ্যাপক সুরঞ্জন মিদ্দে, পত্রিকার প্রধান সম্পাদক গোলাম রাশিদ প্রমুখ। বাংলার মানুষের কথা, তাদের সমস্যার কথা যে সংবাদপত্রে তেমনভাবে উঠে আসছে না, তা সবাই স্বীকার করেন।

এ ব্যাপারে ‘অয়োময়’ সদর্থক ভূমিকা নেবে বলে অতিথিরা আশা ব্যক্ত করেন। ‘অয়োময়’ সম্পাদক রাশিদ জানান, এই পত্রিকাটি আমরা সহপাঠী বন্ধুরা মিলেই করেছি আগাগোড়া। বন্ধুরা মিলে ২০১৩ সালে বাংলা লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে এটি শুরু হয়। তবে এবার ভাষাটা পালটেছি যাতে বাংলার সঙ্গে পুরো দেশ ও বিশ্বের কমিউনিকেশন গ্যাপ দূর হয়। সহজেই সবার কাছে পৌঁছানো যায়।

গঙ্গাসাগরে যাবার পথে বাস উল্টে নয়ানজুলিতে

নকিব উদ্দিন গাজী ● সাগর

আপনজন: সাত সকালে গঙ্গাসাগরে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা আহত বেশ কয়েকজন পূরনার্থী। পুলিশ সূত্রে জানা যায় শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগরের কচুবেড়িয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে পূর্ণার্থী ও যাত্রী বোঝাই করে গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল একটি বাস। চৌরঙ্গীতে ঘন কুয়াশার কারণে, বাসের স্টেয়ারিং কেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে নয়ন জলিতে উল্টে যায় ।স্থানীয় বাসিন্দারা খবর পেয়ে এসে ওই গাড়ির মধ্যে থাকা যাত্রীদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়, ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনার স্থলে এসে পৌঁছেছে সাগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা ,সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ও বিডিও কানাইয়া কুমার রাও এই পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে প্রায় ২৫ জন ।ভিন রাজ্য থেকে আসা পুণ্যার্থীরা মোট এসেছিল ৩২ জন। পূর্নার্থী তাদের সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। পাশাপাশি সমস্ত জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যায় এমনকি পোষাক পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায় সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী নির্দেশে প্রত্যেকের নতুন করে পোশাক দেওয়া হয় যাতে সুষ্ঠুভাবে ভিন্ন রাজ্যের মানুষ বাড়ি ফিরতে পারে তার ব্যবস্থাও করেন।

বিভিন্ন দাবিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সমিতির ডেপুটেশন কর্মসূচি

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ডেপুটেশন কর্মসূচিতে শামিল সারা বাংলা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কর্মী সমিতি। পাশাপাশি বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ও সামিল হন সংগঠনের সদস্যারা। দাবি মানা না হলে আগামীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের শামিল হবেন বলেই সাফ জানিয়েছেন তাঁরা।

জানা গিয়েছে, প্রায় দশ দফা দাবিতে শুক্রবার সারা বাংলা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কর্মী সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার সদস্যারা জেলাশাসকের দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরবর্তীতে জেলা শাসকের কাছে ১০ দফা দাবি সম্মিলিত পত্র লিখিত আকারে জমা দেন। পাশাপাশি চেঙ্গিসপুরে কর্তব্যরত অবস্থায় আগুনে পুড়ে মৃত্যু হওয়া এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর পরিবারের লোকেদের পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়া সহ তাঁর ছেলের চাকরির দাবি জানানো হয়েছে সংগঠনের তরফে। অন্যদিকে, এদিনের ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি কে কেন্দ্র করে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জেলা শাসকের ভবন চত্বরে মোতায়ন করা হয় প্রচুর পরিমাণে পুলিশ বাহিনী। এবিষয়ে সারা বাংলা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কর্মী সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার সহ-সম্পাদিকা লতা বিশ্বাস জানান, ‘আমরা বাধ্য হয়ে ডেপুটেশন জমা দিতে এসেছি। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দুজনেই বাজেট পেশ করেছে। আমরা আশা করেছিলাম আমাদের ভাতা বৃদ্ধি করা হবে। অথচ আমাদের কাজ বেড়ে গেলেও ভাতা বাড়ানো হচ্ছে না। কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকারের বাজেটে আমরা হতাশ! তাই বাধ্য হয়ে আজ আমরা জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন জমা দিতে এসেছি।’

ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল এসডিপিআই-এর

আলম সেখ ● কলকাতা

আপনজন: ওয়াকফ বিল নিয়ে আসার দিন থেকেই “ওয়াকফের সুরক্ষা, সমাজের নিরাপত্তা” শিরোনামে দেশব্যাপী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া। তারই অংশ হিসেবে আজ কলকাতার মল্লিকবাজার থেকে রাজাবাজার পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়।

মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন এসডিপিআই-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হাসিবুল ইসলাম। তিনি বলেন,ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষার লড়াই শুধুমাত্র মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার লড়াই নয়, এটি সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই। ভারতীয় মুসলমানরা দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো করে এই লড়াই চালিয়ে যাবে এবং নিজেদের জীবন ও সম্পদের বিনিময়েও এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবে।

প্রতিবাদ সভায় ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্ট-এর জাতীয় সভাপতি ইয়াসমিন ইসলাম বলেন, ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর আঘাত মানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের ওপর আঘাত। তাই শুধু পুরুষরা নয়, নারীদেরও সমানভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হবে। রাজ্য সম্পাদক মাসুদুল ইসলাম বলেন, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মুসলিমদের ওপর অত্যাচার, পরিকল্পিত হত্যা ও উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র ক্রমশ বাড়ছে। এ বিষয়ে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরি। রাজ্য সহ-সভাপতি আব্দুল কাইউম খান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের ঐক্যই একমাত্র হাতিয়ার, যার মাধ্যমে সংবিধানবিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা সম্ভব।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতি মোঃ আফতাব আলম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ সারুর আলম এবং জেলা কমিটির সদস্য জইনুল আবেদিন।

ডিভিসির ছাড়া জলে বিঘার পর বিঘা আলুর জমি জলের তলায়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: এ যেন মরার উপর খাড়ার ঘা”, এজন্য অকাল বন্যা, একদিকে গতকাল নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টি তার ওপর ডিভিসির ছাড়া জলে বিঘার পর বিঘা আলুর জমি জলের তলায়, মাথায় হাত কৃষকদের, আতঙ্কে প্রহর গুনছে, এক কোমর জলের তলা থেকে কোনক্রমে আলু তোলার চেষ্টা কৃষকদের ।

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের উত্তর নিত্যানন্দপুর গ্রাম। এখানে অধিকাংশ মানুষ কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত । এই নিত্যানন্দপুরের অধিকাংশ কৃষকদের জমিতে রয়েছে এখন আলু চাষ । গত বর্ষায় ডিভিসির ছাড়া দামোদর নদীর জলে এই এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল নষ্ট হয়েছিল বিঘার পর বিঘা সবজির জমি । সেই দুঃখ কষ্ট ভুলে পুনরায় তারা আলু চাষ করেছে মহাজনের কাছে ঋণ নিয়ে । আর কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো এই আলু ঘরে তুলে নিতে হতো কৃষকদের । কিন্তু তার আগে যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল কৃষকদের মাথায় । গতকাল নিম্নচাপের জেরে দফায় দফায় বৃষ্টির জেরে আলু জমি জল মগ্ন হয়ে পড়েছে তাতেই আলু নষ্ট হয়ে যাওয়ার চিন্তা বেড়েছিল কৃষকদের । রাত পেরোতেই তাদের এই আতঙ্ক বাস্তবে পরিণত করল ডিভিসির ছাড়া জলে । কারণ এখন চলছে বোরো ধানের চাষ স্বাভাবিকভাবেই ডিভিসি বোরো চাষের জন্য জল ছেড়েছে ক্যানেলে । চাষের জন্য ডিভিসি যে পরিমাণে জল ছেড়েছে বৃষ্টির জলে ডিভিসির জল তিন চার গুণ বেড়েছে । যার ফলে ডিভিসের ক্যানেলে উপচে জল কৃষকদের চাষের জমিতে গিয়ে প্লাবিত হয়েছে । এক ঝলকে দেখে আপনার মনেই হতে পারে এলাকায় বন্যায় প্লাবিত হয়েছে । ভয়ংকর পরিস্থিতি কৃষকদের । এক কোমর জলের তলা থেকে কোনক্রমে আলু তুলে শেষ রক্ষা করছে কৃষকরা । স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এই এলাকার কৃষকরা । এই পরিস্থিতিতে তারা কি করবেন ভেবে কুল পাচ্ছেন না ।

সমস্ত ঘটনা নিয়ে সাফাই ডিভিসির । ডিভিসির জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের দাবি , বিষয়টি তাদের জানা নেই তদন্ত করে দেখা হবে । অত্যাধিক বৃষ্টির জন্য এই ঘটনা ঘটেছে ।

ছবি: চিরঞ্জিত বিশ্বাস

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির গড়ে চলেছেন শিবপুর থানার আইসি

পারিজাত মোল্লা ● হাওড়া

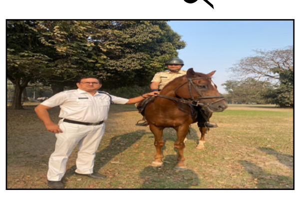

আপনজন: বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক বেড়াজালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এক বড় জলন্ত ইস্যু। আপামর সাধারণ মানুষ চান শান্তিপূর্ণ সহবস্থান। ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতে বছর দুই আগে রামনবমী উৎসব পালন ঘিরে অশান্ত হয়ে উঠেছিল হাওড়ার শিবপুর এলাকা। যার রেশ দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে পড়েছিল।অশুভ শক্তির ইন্ধনে রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কার্যালয় অর্থাৎ নবান্ন সংলগ্ন এলাকায় একদা ছিল অস্থিরময়।এই বাংলা রবীন্দ্র - নজরুলের, তাই সাম্প্রদায়িকতার ‘বিষ’ উবে যায় সময়ের সাথে সাথে। ২০২৩ সালে হাওড়ার শিবপুর থানার আইসি পদে আসেন দক্ষ পুলিশ অফিসার অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়। যিনি একসময় আসানসোলের দক্ষিণ থানা এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রাখতে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। মূলত আসানসোলের হানাহানি রুখে দেওয়ার অভিজ্ঞতা কে সামনে রেখেই রাজ্য পুলিশ এহেন দক্ষ পুলিশ অফিসার কে নবান্নের সংশ্লিষ্ট থানা শিবপুরে আনে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। শিবপুরে বিভিন্ন বস্তি এলাকায় পুলিশ সম্পর্কে ভয়ভীতি দূর কাটাতে ঘনঘন স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা, সেইসাথে রাস্তার আনাচে-কানাচেতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোতে শিবপুর থানার পুলিশ গত দু বছর কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে বলে স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে । ২০০১ সালে পুরুলিয়া সদর এলাকা নিবাসী অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় ২০০১ সালে কাটোয়া থানায় পুলিশ অফিসার হিসাবে যোগ দেন। এরপর বিভিন্ন থানা এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। কর্মজীবনে পুলিশ হলেও মনেপ্রাণে তিনি একজন গায়ক।

পাট্টা পাওয়া জমিতে আবাসের গৃহ নির্মাণে বাধা দেওয়ায় বিবাদ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: পাট্টা পাওয়া জমিতে বাংলার আবাস যোজনা প্রকল্পের গৃহ নির্মাণ করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ। অভিযোগ উঠল মালদহের বামনগোলা ব্লকের গোবিন্দপুর মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক তৃণমূল সদস্যের বিরুদ্ধে। অভিযোগ দাবি মত কুড়ি হাজার টাকা না দেওয়াই আবাস যোজনা প্রকল্পের গৃহ নির্মাণ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সাপমারি এলাকার বাসিন্দা সুদেব রায়। পেশায় তিনি একজন দিনমজুর। জানা যায় আবাস যোজনা প্রকল্পে এই দিনমজুরের বাড়ি এসেছে। প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পরই সরকারের পক্ষ থেকে পাট্টা পাওয়া জমিতে বাড়ি নির্মাণ শুরু করেন ওই দিনমজুর। অভিযোগ সেই বাড়ি নির্মাণ করতে বাধা দেয় সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য গণেশ রায়। এই দিন মজুরের কাছে কুড়ি হাজার টাকা দাবি করা হয়। শেষমেষ বাড়ির কাজ আটকে পড়াই ওই দিনমজুর ব্লক প্রশাসনকে লিখিত আকারে বিষয়টি জানিয়েছেন। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য গনেশ রায়।

তিনি দাবি করেন ওই জায়গায় একটি মন্দির রয়েছে। তার জন্য গ্রামবাসীরা বাধা দিয়েছে। অন্যদিকে এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনীতি। বিজেপির অভিযোগ আমরা ভেবেছিলাম এই সরকার মানুষের জন্য কাজ করবে কিন্তু এই সরকারের তৃণমূল নেতারা কাঠমানি ছাড়া কিছু বোঝে না।

বাঁকুড়া মেডিক্যালে রোগী কল্যাণ কমিটির বৈঠক

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: শুক্রবার বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ওই কমিটির রোগী কল্যাণ কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। এদিনের এই বৈঠকে মূলত হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, ‘রোগী কল্যাণ সমিতি’তে অধ্যক্ষকে চেয়ারম্যান করে সুপার কনভেনর ছাড়াও অধ্যক্ষ মনোনীত দু’জন ফেকাল্টি মেম্বার, একজন করে এস.আর ও জি.আর, নার্সিং সুপার ও সরকার মনোনীত সদস্য হিসেবে সাংসদ অরুপ চক্রবর্ত্তীকে নিয়ে কোর কমিটি তৈরী হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজ অনুষারে আমন্ত্রিত সদস্য যোগ দেবেন। এদিন অরুপ চক্রবর্ত্তী বলেন, রোগীর চাপ বাড়ছে, ফলে বেড সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি চিকিৎসক-স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। এছাড়াও বেশ কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন আছে, সেই বিষয়টি নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

চিকিৎসা করাতে আসা কিশোরীকে যৌন হেনস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: দাঁতের চিকিৎসা করাতে এসে চিকিৎসকের লালসার শিকার হলো এক নাবালিকা। ঘটনাটি ঘটেছে নাকাশিপাড়ার বেথুয়াডহরির জেলা পরিষদ মার্কেটে। অভিযুক্ত দন্ত চিকিৎসককে আটক করেছে নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ওই এলাকায় চেম্বারে রোগী দেখেন দন্ত চিকিৎসক অলোক চাঁদ বিশ্বাস। আজ বাবা মার সঙ্গে চিকিৎসা করাতে এসেছিল বেথুয়াডহরীর এক নাবালিকা। ওই নাবালিকাকে চেম্বারে বসিয়ে রেখে অন্য চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন তার বাবা-মা। অভিযোগ সেই সময় ওই চিকিৎসক তার সহকারীকে অন্য একটি কাজে পাঠিয়ে দেন। এরপরই ওই নাবালিকাকে নিজের চেম্বারে ডেকে রোগী দেখার অজুহাতে গোপনাঙ্গে হাত দেয় এবং শ্লীলতাহানি করেন। এরপরেই নাবালিকার পরিবার এবং স্থানীয়রা চিকিৎসক এবং তার সহযোগীকে মারধর করে বলে অভিযোগ। পরে আকাশী পাড়া থানার পুলিশ এসে অভিযুক্ত চিকিৎসককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নাকাশিপাড়া থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

সুন্দরবনে উদ্বোধন সুহানা নার্সিংহোমের

বাবলু প্রামানিক ● বাসন্তী

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা বাসন্তী ভাঙ্গনখালী কলতলা বাজার এলাকায় শুক্রবার উদ্বোধন হয়ে গেল সুহানা নার্সিংহোম। যা সুন্দরবনে এই সর্বপ্রথম সুহানা নার্সিংহোম কর্ণধার ডা. সাবির হোসেন মন্ডল বলেন, উদ্বোধনের দিনে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের মাধ্যমে সমস্ত অপারেশন ও চিকিৎসা বিনামূল্যে করা হবে। উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন আলফুরকান চ্যারিটেবিল ট্রাস্টের কর্ণধর মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, বিশিষ্ট ডা. হাবিবুল্লাহ হালদার, ডা. লুৎফর রহমান, সুজিত মন্ডল ডা. এইচপি কয়েল, ডা. সাহাদুল, ডা. আমিন আলী সরদার, শেখ সাইফুল্লাহ, লিয়াকত আলী লস্কর, দাবির উদ্দিন সরদার, জাহাঙ্গীর সরদার, সকিনা মোল্লা প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিধায়ক কোটায় স্বাস্থ্য কর্মীদের সভাকক্ষ তৈরি

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: মেমারি বিধানসভার বিধায়ক কোটায় মেমারি হাসপাতালে নির্মিত স্বাস্থ্য কর্মীদের সভাকক্ষ, উদ্যান ও গাড়ি গ্যারেজ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য, মেমারি থানার ওসি প্রীতম বিশ্বাস, মেমারি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশ হাঁসদা, সহ-সভাপতি বসন্ত রুইদাস, স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল হাকিম, মেমারি ১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শতরূপা দাস, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনন্যা বেরা, বিএমওএইচ ডাঃ দেবাশীষ বালা সহ হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বি এম ও এইচ জানান এদিন এই অনুষ্ঠানের পর রোগী কল্যাণ সমিতির সভা করা হবে। বিধায়ক জানান হাসপাতালে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট নবনির্মিত বিল্ডিং এর যথাশীঘ্র সম্ভব চেষ্টা করা হচ্ছে উদ্বোধন করতে। তিনি এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছেন বলে জানান।

মা, শিশুদের নিয়ে মাতৃভাষা দিবস পালন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসস উপলক্ষে শুক্রবার খয়রাশোল ব্লকের কেন্দ্রগড়িয়া পঞ্চায়েতের পূর্ব বরকোলা বাউরী পাড়ায় বীরভূম জেলাশাসকের পরিচালনায়,জেলার প্রান্তিক অঞ্চলগুলির শিশুদের শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানোর লক্ষে টুমোরোজ ফাউন্ডেশন ও স্থানীয় দুটি অঙ্গনওয়ারী সেন্টারের উদ্যোগে এলাকার মা,শিশু ও অভিভাবকদের নিয়ে আন্তর্জাতিক ভাষাদিবস উপলক্ষে নানান প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।চেন তৈরী,মোমবাতি প্রজ্জ্বলন,বর্ণের কাটাকুটি,নাচ,গান সহ নানান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত সকলের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টুমরোজ ফাউন্ডেশনের আনন্দপাঠ ২.০ প্রোগ্রামের খয়রাশোল ব্লকের সুপারভাইজার পূজা কুন্ডু, খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসীমা ধীবর, সংস্থার কমিউনিটি টিচার রিমা মন্ডল ও মাধবী মন্ডল,অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বিমলাংশু শেখর চক্রবর্তী, শিক্ষক সাধন কুমার পান সহ অন্যান্য ব্যাক্তিবর্গ। উল্লেখ্য জেলার সাতটি ব্লক এলাকায় অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র সংস্থার পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হচ্ছে বলে জানান সংগঠনের খয়রাসোল ব্লক সুপার ভাইজার পুজা কুন্ডু।

বোলপুরে এসডিওতে মাতৃভাষা দিবস

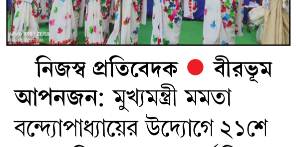

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন আয়োজনে মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর বোলপুর। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোলপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে আধিকারিক বৃন্দসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

প্রথম নজর

ল ক্লার্ক সমিতির মাতৃ ভাষা দিবস উদযাপন

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব প্রশাসন শাখার আয়োজনে এবং উলুবেড়িয়া ব্লক ১নং ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় শুক্রবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠিত হল উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক অফিসে। কর্মসূচির অংশ হিসাবে এদিন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ওপরে বিশেষ আলোচনা সভা হয়। এছাড়াও প্রায় দেড় শতাধিকেরও বেশি ক্ষুদে শিশুসহ চারটি বিভাগ নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় যেখানে টারটি বিভাগের প্রথম,দ্বিতীয় ও তৃতীয়দের এবং অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককেই পুরস্কার প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ওপর গুরুত্ব আলোচক সারেন উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক, ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক হীয়া গাঙ্গুলি। অনুষ্ঠানে অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক,পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্যে কমিটির সহ:সভাপতি দিলীপ মৈশাল, হাওড়া জেলা কমিটির কার্যকরী সভাপতি সনাতন পয়ড়া,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রশান্ত সাধুখাঁ, সেখ মফিজুল, সেখ মোরাদ আলি। এছাড়াও ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের একাধিক ল ক্লার্ক সাথীবাহি। পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশন হাওড়া জেলা কমিটির কার্যকরী সভাপতি সনাতন পয়ড়া জানান, সংগঠনের মুলদাবি পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত সরকারি কার্যালয়ে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং বাংলা ভাষায় যাহাতে সমস্ত কাজ করা হয় সে ব্যাপারে প্রশাসনকে যথেষ্ট নজর দিতে হবে।

হাওড়ার মেরিটকেয়ার মিশনে ভাষা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার বারাগোহালে মেরিটকেয়ার মিশনে পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। "বাংলা ভাষার বর্তমান পরিস্থিতি এবং এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট" শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
শিকড়ের সন্ধানে বাংলা সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক ও লেখক ডা. সেখ নুর মহম্মদ এবং কবি ও প্রাবন্ধিক আব্দুর রাজ্জাককে "ভাষা দিবস স্মারক সম্মাননা" প্রদান করা হয়। মেরিনা খাতুনকে "সেরা শিক্ষিকা সম্মাননা" দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও লেখক হাবিবুর রহমান মোল্লা, মেরিটকেয়ার মিশনের সভাপতি মুবাইদুল ইসলাম মোল্লা, শিক্ষক রেজাউল হক, রোডম্যাপ পত্রিকার সম্পাদক এম এম আব্দুর রহমান-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। আলোচনা সভায় বক্তারা বাংলা ভাষার বর্তমান পরিস্থিতির অবনতির কারণ এবং এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন। এম এম আব্দুর রহমান সমস্ত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে বাংলা বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করার দাবি জানান।
অন্যান্যদের মধ্যে জ্যোৎস্নারা সেখ, সেখ সাবির আলি, সেখ সরিফুল ইসলাম, সেখ মুকাবিরুল ইসলাম তাদের মতামত তুলে ধরেন।
মিশনের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিল্পী শাহেদ রেজা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। রিহা আনজুম এবং আব্দুর রকিবের আবৃত্তি দর্শকদের মুগ্ধ করে।
অনুষ্ঠানে গুণীজনদের উত্তরীয়, স্মারক এবং পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

মাতৃভাষা দিবস নূরে আলম মিশন স্কুলে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বেড়াচাঁপা

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বেড়াচাঁপার নূরে আলম মিশন স্কুলে সাড়ম্বরে পালিত হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ভাষা শহিদদের স্মরণে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করলো ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
মিশনের শিক্ষার্থীদের নিয়ে অঙ্কণ, হাতের লেখা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ করে।প্রতিযোগিতা শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। মিশনের প্রিন্সিপাল রেহেনা পারভীন বলেন, "ভাষা শহিদদের স্মরণে আমরা প্রতিবছর এই দিনটি উদযাপন করি। ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃভাষার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আমাদের এই আয়োজন।" উপস্থিত ছিলেন মিশনের প্রধান উপদেষ্টা শিক্ষক আব্দুর রহমান, সভাপতি শহিদ বিশ্বাস সহ মিশনের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

পেট্রাপোল সীমান্তের শূন্যরেখায় দূরত্বে দুই দেশের ভাষাপ্রেমীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● পেট্রাপোল

আপনজন: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে কেন্দ্র করে দুই বাংলার ভাষা প্রেমী মানুষজন এবার সীমান্তের জিরো পয়েন্টে মিলিত হতে পারলেন না। এদিন পেট্রাপোল সীমান্তে বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতি এবং ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ ব্যবস্থাপনায় মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠান হয়। সেখানে পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান, রাজ্যসভার এমপি এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত হয়ে ভাষা শহীদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন। এ সময়ে তাঁরা অস্থায়ী শহীদ বেদীতে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। পেট্রাপোল সীমান্তে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে রাজ্যসভার এমপি মমতা ঠাকুর বলেন, জিরো পয়েন্টে অনুষ্ঠান হচ্ছে না, এটা খুব দুঃখজনক। বহুবার আমরা জিরো পয়েন্টে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছি, কিন্তু বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এবার তা সম্ভব হল না। আমার মনে হয় ধীরে ধীরে

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, আবার আমরা সেখানে যেতে পারব। বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি জাফর আলী মণ্ডল বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতি এবং ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে এপার বাংলার পেট্রাপোলে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান করেছি। প্রসঙ্গত, অতীতে পেট্রাপোল সীমান্তের জিরো পয়েন্টে অস্থায়ী শহীদ স্মারকে ভারত ও বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ এবং ভাষাপ্রেমী মানুষজন সম্মিলিতভাবে বাংলা ভাষার জন্য শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেন। কিন্তু বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এবার তা সম্ভব হয়নি। পেট্রাপোলে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার এমপি মমতা ঠাকুর, প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস, বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি জাফর আলী মণ্ডল, বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ্য প্রসেনজিৎ ঘোষ, গোবরডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান শংকর দত্ত, বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান, পুলিশের একাধিক আধিকারিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সংগ্রামপুরে মাতৃভাষা দিবস পালিত

বাইজিদ মন্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট এক নম্বর ব্লক কালিকাপিতা অঞ্চলের সংগ্রামপুরে চিলড্রেন কর্নার ইনস্টিটিউশন এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পালিত হল। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষক ও গুনীজনদের সংবর্ধনাও দেওয়া হয়। এদিন বেলা ২টোয় স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানের সুচনা হয়। এদিন স্কুলের (নার্সারি - দশম শ্রেণি) ছাত্রদের আবৃত্তি, নাচ,গান ও বক্তব্য পরিবেশন দ্বারা অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য বর্ধন হয়। বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজসেবী আব্দুর রউফ ২১শে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক গুরুত্ব তাৎপর্য তথ্য সহ বিশ্লেষণ ও উদযাপনের প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা করেন।

এছাড়াও ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালিত অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি অবসৃত হাইস্কুল শিক্ষক শফিউল আলম, ইলহাম মিশনের আব্দুল ওহাব, বিশিষ্ট প্রফেসর জাহান আলী, প্রধান শিক্ষিকা রীতা ঘোষ,সমাজসেবী ইমরান সাহেব, শিক্ষিকা শাবানা খাতুন প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা ও পরিচালনা করেন যথাক্রমে চিলড্রেন কর্নার ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার সাবির হোসেন, মিশন এর সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম, সাজিদুল ও সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা হাসিয়ারা খাতুন সহ অন্যান্যরা।

দুবরাজপুরে মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে পদযাত্রা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় দুবরাজপুর নাগরিক সমিতি পরিচালিত সত্যানন্দ শিশুভারতী বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও দিনটি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে যথাযথ ভাবে পালন করা হয়। এদিন বিদ্যালয়ের কচিকাঁচাদের নিয়ে একটি সুসজ্জিত ট্যাবলো সহযোগে সাদা পোশাকে ছাত্র-ছাত্রীরা মাথায় টুপি, বুকে ব্যাজ সহ বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পোস্টার হাতে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা। ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই এদিন সত্যানন্দ শিশুভারতী বিদ্যালয়ের পত্রিকা 'সৃষ্টি' প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুবরাজপুর নাগরিক সমিতির কোষাধ্যক্ষ কিশোর আগরওয়াল, সত্যানন্দ শিশুভারতী বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি মিতুয়া মিত্র, সহ-সভাপতি ডা: সোমনাথ ধারা, সম্পাদক সন্দীপ মন্ডল, আনন্দ আশ্রমের সম্পাদক পরেশ দাস, সত্যানন্দ শিশু ভারতী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীনূপুর চক্রবর্তী, শিক্ষিকা দেবযানী মণ্ডল প্রাক্তন শিক্ষিকা সুরভী বকশি, শিক্ষক তন্ময় দে প্রমুখ।

লালবাগ কলেজে ভাষা দিবসে পত্রিকা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: লালবাগ সুভাষচন্দ্র বোস সেন্টিনারী কলেজ এবং কলেজের এনএসএস ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে উদযাপিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। শুক্রবার প্রভাতফেরীর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর কলেজের সেমিনার কক্ষে এক স্মরণসভা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. সুপম মুখার্জি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. দীপক দাস। এদিন তিন জন কবি-লেখককে কলেজের পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় কলেজের 'দ্যা মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ক্লাব' এর "ঐতিহ্য বার্তা" পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। ফারুক আব্দুল্লাহ ও সুব্রত বিশ্বাসের সম্পাদনায় পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় এদিন।

পূর্ব বর্ধমানে ভাষা দিবস পালিত

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ভাষার জন্য জীবন দেওয়ার অনন্য উদাহরণ ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলন। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সারা বিশ্বে পালিত হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি অফিসে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপিত হয়। খণ্ডঘোষ, রায়না, জামালপুর, মেমারি, গলসি, কালনা, কাটোয়া সহ বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে ভাষা দিবস পালন করে। সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-

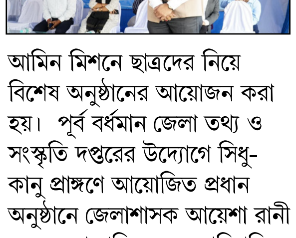

আমিন মিশনে ছাত্রদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সিধু-কানু প্রাঙ্গণে আয়োজিত প্রধান অনুষ্ঠানে জেলাশাসক আয়েশা রানী এ., জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার, সহ-সভাধিপতি গার্গী নাহা, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, এডিএম (এডুকেশন) প্রতীক সিং, এডিএম (জেনারেল) অমিয় কুমার দাস, এসডিও (নর্থ) তীর্থঙ্কর বিশ্বাস, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রাম সংকর মন্ডল, জেলা পরিষদের মেন্টর মোহাম্মদ ইসমাইল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা, সংগীত ও আবৃত্তির মাধ্যমে দিবসটি উদযাপিত হয়। জেলাশাসক আয়েশা রানী এ. মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা রক্ষার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আত্মপরিচয়ের প্রতীক।

ভাষা শহীদ বরকতের গ্রাম বাবলায় পালিত ভাষা দিবস

সাবের আলি ● সালার

আপনজন: ২১ শে ফেব্রুয়ারি ৭৪ তম আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হল ভাষা শহীদ আবুল বরকত সাহেবের জন্ম ভিটা বাবলা গ্রামে। মুর্শিদাবাদ জেলার সালারের বাবলা গ্রামের ভাষা আন্দোলনে শহীদ আবুল বরকত স্মৃতি স্মরণে ভরতপুর দুই নাম্বার সালার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান (সুমন) মহাশয়ের উদ্যোগে শুক্রবার বিকেল নাগাদ এক বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় |বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই দিনটি উদযাপিত করা হয়। এদিন কবিতা আবৃত্তি, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, নৃত্য, গান, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন বিভিন্ন বিশিষ্ট মানুষ হাজির ছিলেন শহীদ আবুল বরকতের গ্রামে। এ উপলক্ষে আযোজিত এক অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস বক্তব্য রাখেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মুস্তাফিজুর রহমান সুমন। ভাষা আন্দোলনে তিনি বাবলা গ্রামের ভূমিপুত্র শহীদ আবুল বরকতের অবদানের কথা তুলে ধরেন। এছাড়া সিয়াদত আলীও বরকতকে নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সমাজকর্মী আবুল হাসান আল মামুন বাবালা গ্রামের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। উল্লেখ্য, আবুল বরকত ১৯২৭ এর ১৬ই জুন বাবলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা শামসুজ্জোহা ও মা হাসিনা বেগম। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় আবুল বরকত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অনার্সের ছাত্র ছিলেন, ভাষা আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে তিনি শহীদ হন। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের আজিমপুর গোরস্থানে তাঁর দাফন করা হয়।

আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস আলোচনা উত্তরপাড়ায়

রূপম চট্টোপাধ্যায় ● হুগলি

আপনজন: শুক্রবার সকালে ভদ্রকালী রানার ক্লাব আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে সামাজিক সংস্থা গণউদ্যোগ-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিল দেবাশিস দাস,তপন দাস ,সুভাষ দেব,প্রবীর কুমার ভৌমিক ও দেবজিত দাস বাউল (দোলা) । শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেছেন গণউদ্যোগের পক্ষ থেকে দেবাশিস দাস।
বিকেলে উত্তরপাড়া ডাঃ কোটনিস স্মৃতি রক্ষা কমিটি আয়োজিত ভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় আলোচনা করেন অধ্যাপক ইমানুল হক। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের " জন্মিলে মরিতে হবে " উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রাত্যাত গায়ক বিমল দে। এছাড়া গান ও কবিতা পাঠ করবেন, রিঙ্কু সেনগুপ্ত, কৃষ্ণকলি দাস ও সোনালী নস্কর। সভাটি সঞ্চালনা করেন কবি ও সমাজকর্মী শিলা চক্রবর্তী । ডাঃ কোটনিস কমিটির আয়োজিত অনুষ্ঠানে মূল বক্তা ছিলেন অধ্যাপক ইমানুল

হক। তিনি বাঙালির অতীত গৌরবের উল্লেখ করে শ্রেষ্টত্বর ঐতিহাসিক কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেন। বাঙালি জাতি সত্তার ইতিহাস তুলে ধরে তিনি বাঙালির মূল শক্তিকে সনাক্ত করেন। আজ যখন বাঙালির শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা মৌলবাদীদের দ্বারা দুই বাংলায় তীব্র ভাবে আক্রান্ত , তখন এর বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থানকে দৃঢ় করে বলিষ্ঠ উচ্চারণ জারি রাখার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের শেষ আকর্ষণ ছিল বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের স্কুল উত্তরপাড়া ' আশ্রয় ' এর শ্রুতিনাটক 'আলোয় ফেরা। '

আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস পালিত

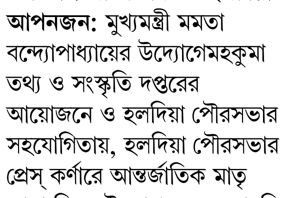

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হলদিয়া

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেমহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আয়োজনে ও হলদিয়া পৌরসভার সহযোগিতায়, হলদিয়া পৌরসভার প্রেস্ কর্ণারে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস উদযাপন হয়। আবৃত্তি, সঙ্গীত আলোচনাসভা,গীতি আলেখ্য, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তাৎক্ষণিক বক্তৃতা বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে মোট ৯২ জন ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ কমল কুমার কুণ্ডু ও শিশির কুমার বাগ।
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনায় ছিল পৌর পাঠভবন বিদ্যালয় ও সুজন পট্যনায়েক ও সম্প্রদায়।
ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলো হয় অনুষ্ঠানে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রভাত চ্যাটার্জী, মহকুমা শাসক, হলদিয়া, কৌশিক ব্যানার্জী, উপসমাহর্তা, হলদিয়া, সৌমেন বিশ্বাস, উপ-শাসক ও উপ-সমাহর্তা, হলদিয়া, জুলফিকার আলি, কার্যনির্বাহী আধিকারিক, হলদিয়া পৌরসভা,দুলাল সরকার,অর্থ আধিকারিক,হলদিয়া।

আমতায় একুশে স্মরণে নক্ষত্র সমাগম

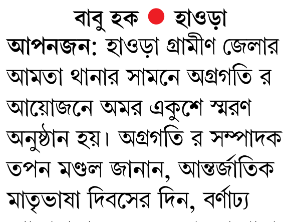

বাবু হক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া গ্রামীণ জেলার আমতা থানার সামনে অগ্রগতি র আয়োজনে অমর একুশে স্মরণ অনুষ্ঠান হয়। অগ্রগতি র সম্পাদক তপন মণ্ডল জানান, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের দিন, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে আমতা থানার সামনে থেকে এলাকায় এলাকায় বিভিন্ন স্থানে পরিক্রমা করে থানার সামনে রাজ্যের প্রথম ভাষা শহীদদের স্মরণে স্থায়ী বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পত্রিকা প্রকাশ, নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন পর্যায়ক্রমে আমতা থানার আইসি অজয় কুমার সিং, বিশিষ্ট আইনজীবী রমেশ চন্দ্র পাল, কবি মানুয়ারা খাতুন, উত্তম কুমার পাল, অমিত রায় সহ আরো অনেকে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অতনু মণ্ডল,মুস্তাক আলী মণ্ডল। এদিন আমতা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আয়োজনে আমতা পাবলিক লাইব্রেরীর হলে একুশে স্মরণ হয়। আমতা পিতাম্বর হাইস্কুল প্রাঙ্গণেও একুশে স্মরণে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বলে জানান উচ্চ শিক্ষার্থী সিরাজাম মনিরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আল-হেরা মিশনে মাতৃভাষা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা বাদুড়িয়ার কাটিয়াহাট আল-হেরা একাডেমি একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন হয় সাড়ম্বরে।
এদিনের এই মাতৃভাষা দিবস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিশনের ডাইরেক্টর, সিরাতের রাজ্য সম্পাদক ও রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক আবু সিদ্দিক খান, বোর্ড অফ ট্রাস্টীর সদস্য হাফেজ আবু বকর সরদার, নার্সারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ইউনুস আলী গাজী সহ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলী। মাতৃভাষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য ও কবিতাপাঠ করেন, হোস্টেল সুপার, রায়হান হোসেন, তরিকুল গাজী, শিক্ষক ফয়জুর রহমান গাজী, শিক্ষিকা মাহফুজা খাতুন,বিশ্বজিৎ স্যার, ইমরান মোল্লা প্রমুখ। আবু সিদ্দিক খান, একুশে ফেব্রুয়ারির কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?

শান্তিনিকেতনে ভাষা দিবস উদযাপন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এদিন সকালে বিশ্বভারতীতে প্রভাত ফেরী শুরু হয়। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গা একুশে ফেব্রুয়ারি... উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয় কুমার সরেন ,বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, কর্মীরাও বাংলাদেশের ছাত্র ছাত্রীরা একুশে ফেব্রুয়ারি সকালের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। প্রভাতফেরী মধ্য দিয়ে। একুশের শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে ভাষা দিবসে শহীদ হওয়া সেই সমস্ত শহীদদের। শান্তিনিকেতনে এদিন দিনভর নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশেষ মর্যাদার সাথে পালন করা হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

ভাষাকে সামনে রেখে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক

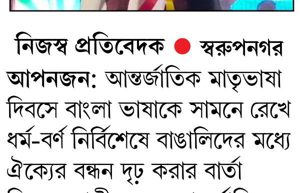

নিজস্ব প্রতিবেদক ● স্বরুপনগর

আপনজন: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলা ভাষাকে সামনে রেখে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালিদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করার বার্তা দিলেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রীড়াবিদ ও এসিএবি'র কনভেনর ইসমাইল সরদার। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনার উল্লেখ করে শুক্রবার মাতৃভাষা দিবসে তিনি বলেন, জাতি ধর্ম-বর্ণ দূরে রেখে আমরা শুধুমাত্র ভাষাকে সামনে রেখে এক হতে পারি। বর্তমানে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কে ভাটা পড়লেও ক্রীড়াবিদ ইসমাইল সরদার মনে করেন ভাষাকে সামনে রেখে আগামী দিন দু'দেশের সম্পর্ক বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আবারও দৃঢ় হবে। অশুভ শক্তির উদ্ভব, বিভাজনের রাজনীতি এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণের বিভেদকে পরাস্ত করে দেশকে সমৃদ্ধশালী করতে বাংলাকে সমৃদ্ধশালী করতে সকলকে এগিয়ে আসার পরামর্শ দেন ইসমাইল সরদার।

এ এক স্বপ্নের ঠিকানা
The Eco Palace
THE ADRESS OF YOUR DREAM RESIDENCE IN NEWTOWN
DEVELOPED BY NEXT GENERATION HOUSING PVT LTD.
DEVELOPED BY
next GENERATION
HOUSING PRIVATE LIMITED
10 TOWERS
220+FLATS
2+ ACRES LAND 50% OPEN SPACE
THE ECO PALACE
Amenities
• Club House • Green Zone
• AC GYM • Swimming Pool
• Kid's Play Area • Ladies Park
• Senior Citizen Park • Play Ground
• Departmental Store • Canteen
CONTACT US
8910055804 | 8910306750 | 9007369234 | 9830405211
Baligori, Near Unitech IT SEZ, Action Area II, Newtown, Kolkata-700156

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

শেষ ষোলোতেই ‘মাদ্রিদ ডার্বি’, লিভারপুলের সামনে পিএসজি

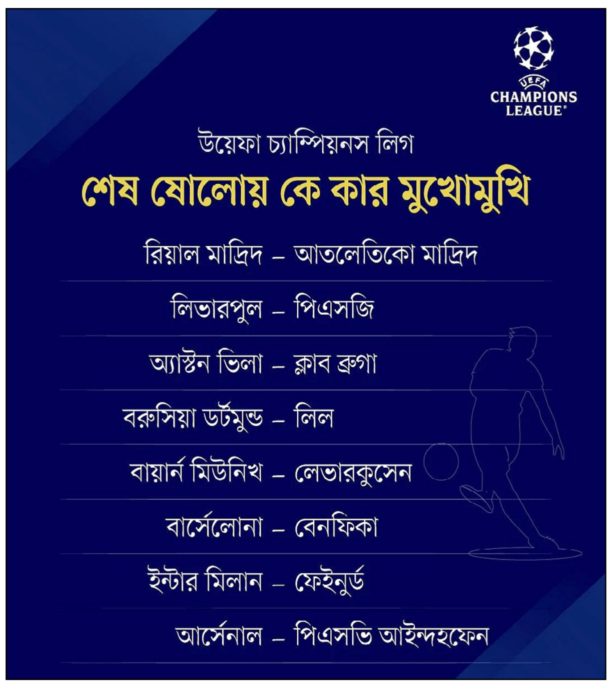

আপনজন ডেস্ক: উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোয় হতে যাচ্ছে দুটি ‘মাদ্রিদ ডার্বি’। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদের মুখোমুখি হবে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী আতলেতিকো মাদ্রিদ। শীর্ষে থেকে প্রথম পর্ব শেষ করা লিভারপুলের বিপক্ষে খেলবে ফরাসি চ্যাম্পিয়ন পিএসজি। সুইজারল্যান্ডের নিওনে হাউস অব ইউরোপিয়ান ফুটবলে কিছুক্ষণ আগে চ্যাম্পিয়নস লিগ ২০২৪-২৫ মৌসুমের শেষ ষোলো পর্বের ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক পেদ্রো পিন্তো, ড্র পরিচালনা করেন উয়েফার উপ-মহাসচিব জর্জিও মারকেত্তি। কোন দল কার মুখোমুখি হবে, তা ঘোষণা করতে আমন্ত্রণ জানানো হয় ২০০০-০১ মৌসুমে বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে এই শিরোপা জেতা ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার জিওভানি এলবারকে। শেষ ষোলোয় বার্সেলোনা প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে বেনফিকাকে। পর্তুগিজ ক্লাবটির বিপক্ষে প্রথম পর্বেও খেলেছে বার্সা। মহানাটকীয় সেই ম্যাচে ৫-৪ ব্যবধানে জেতে হান্সি ফ্লিকের দল। জার্মানির সফলতম ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখ খেলবে স্বদেশি ক্লাব ও বুন্দেসলিগার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বায়ার লেভারকুসেনের বিপক্ষে। ইংল্যান্ডের দুই ক্লাব আর্সেনাল ও অ্যাস্টন ভিলার সামনে যথাক্রমে এবারের মৌসুমের দুই চমক পিএসভি আইন্দহফেন ও ক্লাব ব্রুগা। শেষ ষোলোয় ইতালির একমাত্র প্রতিনিধি ইন্টার মিলান খেলবে নেদারল্যান্ডসের ক্লাব ফেইনুর্ডের বিপক্ষে। আর গত মৌসুমের রানার্স আপ বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের মুখোমুখি হবে লিল। শেষ ষোলোর প্রথম লেগ হবে ৪ ও ৫ মার্চ, ফিরতি লেগ ১১ ও ১২ মার্চ। চ্যাম্পিয়নস লিগের এই মৌসুমে আর কোনো ড্র হবে না। শেষ ষোলো পর্ব শেষে কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল হয়ে কে কোন পথে ফাইনালে যাবে, সেটিও নির্ধারিত হয়ে গেছে।

আফগানরা গর্জাল, বর্ষাল না

আপনজন ডেস্ক: রহমত শাহ লড়াই করেছেন। সেঞ্চুরি পাননি, শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হয়েছেন ৯০ রানে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নিজেদের অভিষেক ম্যাচে আফগানিস্তানের ইতিবাচক দিক বলতে এটুকুই। বাকি গল্পটা হতাশার।

করাচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দলটি আজ হেরেছে ১০৭ রানের বড় ব্যবধানে। টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার ৬ উইকেটে ৩১৫ রানের জবাবে আফগানরা গুটিয়ে গেছে ২০৮ রানে।

জিততে হলে নিজেদের ক্রিকেট ইতিহাসে রেকর্ড গড়তে হতো হাশমতউল্লাহ শহীদির দলকে। ওয়ানডেতে যে এর আগে কখনোই ৩০০ রানের বেশি তাড়া করে জিততে পারেনি আফগানরা। আর সেই কাজটা করার মূল দায়িত্ব ছিল আফগান দুই ওপেনারের ওপর। কিন্তু রহমানউল্লাহ গুরবাজ (১০) ও ইব্রাহিম জাদরানের (১৭) কেউই ভালো করতে পারেননি। ব্যাট হাতে আফগানিস্তানের হয়ে লড়াই করেছেন শুধু রহমত শাহ। দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮ করে রান এসেছে রশিদ খান ও আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের ব্যাট থেকে। এভাবে কি ৩১৬ রানের লক্ষ্যে ছোঁয়া যায়! দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ৩টি উইকেট নিয়েছেন কাগিসো রাবাদা।

দক্ষিণ আফ্রিকা ৩১৫ রান তুললেও উইকেট যে খুব বেশি ব্যাটিং–সহায়ক ছিল, তা বলা যাবে না। বাউন্স ছিল অসমান। প্রথম ইনিংস শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যান রেসি ফন ডার ডুসেন তো এই উইকেটকে দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়ান্ডারার্সে টেস্টের তৃতীয় দিনের উইকেটের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তারাও চোখ–কান খোলা রেখে খেলেছে। সতর্ক হয়ে খেলেও প্রোটিয়ারা তুলেছে ৬ উইকেটে ৩১৫ রান, যা চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর।

আজ ক্যারিয়ারের প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন প্রোটিয়া ওপেনার রায়ান রিকেলটন। ৭ চার ও ১ ছক্কায় সেঞ্চুরি পেয়েছেন ১০১ বলে। শেষ পর্যন্ত ১০৩ রান করে যখন রানআউট হলেন, ততক্ষণে দক্ষিণ আফ্রিকার রান ৩৫.৩ ওভারে ৩ উইকেট ২০১। মানে মঞ্চটা অন্যদের জন্য প্রস্তুত। রিকেলটন ফেরার পর শেষ ৮৭ বলে অবশ্য মাত্র ১১৪ রান তুলতে পেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে শুরু থেকেই ওয়ানডে মেজাজে ব্যাটিং করতে থাকায় শেষ দিকে রানের গতি খুব বেশি না বাড়লেও সংগ্রহটা বড় হয় দক্ষিণ আফ্রিকার। এর কৃতিত্ব পাবেন ফিফটি করা তিন ব্যাটসম্যান টেম্বা বাভুমা, ফন ডার ডুসেন ও এইডেন মার্করাম। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানদের মিলিত প্রয়াসেই মূলত চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অভিষেক ম্যাচটা মোটেই রাঙাতে পারেনি আফগানরা। ম্যাচের আগে গতকাল দলটির অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ বলেছিলেন, আফগানরা চ্যাম্পিয়ন হতেই এসেছে। কিন্তু যেমন গর্জন দিয়েছিলেন, শুরুতে তেমন বর্ষণ কই!

সড়ক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচলেন সৌরভ গাঙ্গুলি

আপনজন ডেস্ক: বর্ধমান যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর গাড়ি। ভারতের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে এক অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের দাঁতনপুরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সৌরভের রেঞ্জ রোভার গাড়ি। তবে সৌরভ অক্ষত আছেন।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন সৌরভ। বৃষ্টির মধ্যে দাঁতনপুরে আচমকাই একটি ট্রাক তাঁর গাড়িবহরের সামনে এসে পড়ে। সৌরভের গাড়ির চালক দ্রুত ব্রেক কষে প্রাথমিক বিপদ সামাল দেন। কিন্তু পেছনে থাকা গাড়িগুলো পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেনি। একে একে ধাক্কা খেতে থাকে সৌরভের পেছনে থাকা গাড়িগুলো।

প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে ভারতের সংবাদমাধ্যম সংবাদ প্রতিদিন জানিয়েছে, সৌরভের পেছনে থাকা গাড়িটি তাঁর রেঞ্জ রোভারে ধাক্কা মারে। সৌরভের গাড়িসহ বহরের দুটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সৌরভের গাড়িতে থাকা কেউ আহত হননি।

দুর্ঘটনার পর এক্সপ্রেসওয়ের পাশে প্রায় ১০ মিনিট দাঁড়ান সৌরভ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর বর্ধমানের উদ্দেশে রওনা দিয়ে অনুষ্ঠানে হাজির হন বিসিসিআইয়ের সাবেক এ সভাপতি। সেখানে বর্ধমান স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের একটি অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন ৫২ বছর বয়সী ভারতের সাবেক এ ওপেনার। সৌরভের সফরসঙ্গীদের বরাত দিয়ে সংবাদ প্রতিদিন জানিয়েছে, বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকেই বেঁচে গিয়েছেন সৌরভ। দাঁতনপুর থানার পুলিশের সূত্র অনুসারে হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, সৌরভের গাড়ির কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি।

মেসির কাছে অটোগ্রাফ চেয়ে শাস্তি পেলেন রেফারি মেক্সিকান রেফারি মার্কো আন্তনিও

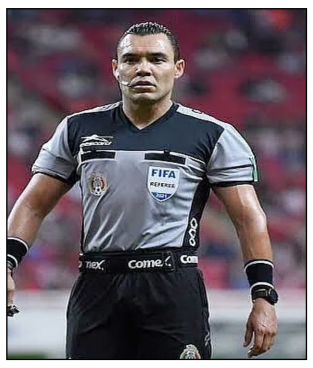

আপনজন ডেস্ক: প্রথমে জানা গিয়েছিল, লিওনেল মেসির কাছে তাঁর জার্সি চেয়েছিলেন রেফারি। কিন্তু পরে জানা গেছে, ইন্টার মায়ামি তারকার জার্সি নয়, অটোগ্রাফ চেয়েছিলেন রেফারি মার্কো আন্তনিও ওরতিজ নাভা। এমনিতে ব্যাপারটা কিছুই না মনে হতেই পারে। তবে কনফেডারেশনসের বিধিমালায় ম্যাচ অফিশিয়ালদের জন্য যে আচরণবিধি, রেফারি মার্কো আন্তনিও সেটা ভেঙেছেন বলে মনে করছে কনক্যাকাফ কর্তৃপক্ষ। আর তাই শাস্তি দেওয়া হয়েছে মেক্সিকান এ রেফারিকে। তবে কী শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তা জানায়নি কনক্যাকাফ কর্তৃপক্ষ।

কানসাস সিটির চিলড্রেন মার্সি পার্কে গতকাল কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে রাউন্ড ওয়ানের প্রথম লেগে স্পোর্টিং কানসাস সিটিকে ১-০ গোলে হারিয়েছে মায়ামি। গোলটি করেন মায়ামির আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি মেসি।

ইএসপিএন শুরুতে জানিয়েছিল, ম্যাচ শেষে মেসির কাছে তাঁর জার্সি চেয়েছেন রেফারি মার্কো আন্তনিও। তীব্র ঠান্ডার ভেতরে মেসি মাঠে জার্সি না খুলে ড্রেসিংরুমে গিয়ে সেটা রেফারির হাতে তুলে দেন। পরে জানা গেছে এবং ইএসপিএনও অন্য এক প্রতিবেদনে জানায়, পরিবারের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক সদস্যের জন্য মেসির জার্সি নয়, তাঁর অটোগ্রাফ চেয়েছিলেন মার্কো আন্তনিও। আর এতেই তিনি কনক্যাকাফ অফিশিয়ালদের আচরণবিধি ভাঙার অভিযোগে দুষ্ট হয়েছেন।

এক বিবৃতিতে কনক্যাকাফের মুখপাত্র ইএসপিএনকে বলেছেন, ‘ইন্টার মায়ামি ও স্পোর্টিং কানসাস সিটির মধ্যে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে গতকালের ম্যাচ শেষে রেফারি মার্কো আন্তনিও ওরতিজ নাভা ও লিওনেল মেসির মধ্যে যোগাযোগের বিষয়ে অবগত আছে কনক্যাকাফ। তদন্তের পর কনক্যাকাফ জানতে পেরেছে, পরিবারের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক সদস্যের জন্য মেসির কাছে অটোগ্রাফ চান রেফারি। এমন অনুরোধের ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়া এবং ম্যাচ অফিশিয়ালদের জন্য কনফেডারেশনসের যে আচরণবিধি, তার সঙ্গে রেফারির আচরণ সংগতিপূর্ণ হয়নি। রেফারি ভুল স্বীকার করে ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন এবং কনক্যাকাফের শাস্তি মেনে নিয়েছেন।’

স্পোর্টিং কানসাস সিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা এই ঘটনা মেজর লিগ সকার (এমএলএস) ও কনক্যাকাফ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে। দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘ইন্টার মায়ামির সঙ্গে ম্যাচ শেষে ঘটনাটি আমরা এমএলএস ও কনক্যাকাফকে জানিয়েছি। ঘটনাটি আমলে নিয়ে কনক্যাকাফ কী ব্যবস্থা নেয়, আমরা তা দেখার অপেক্ষায় আছি।’

তীব্র ঠান্ডার মধ্যে প্রথম লেগের এই ম্যাচটি ২৪ ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ছিল ভারি তুষারপাতের শঙ্কাও। ম্যাচ চলাকালীন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা পরে নেমে আসে মাইনাস ১৭-তে। মেসিদের সামনে এখন ফিরতি লেগ। ফ্লোরিডায় ঘরের মাঠ চেজ স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার ফিরতি লেগে স্পোর্টিং কানসাস সিটির মুখোমুখি হবে ইন্টার মায়ামি। রাউন্ড ওয়ান থেকে জয়ী দলগুলো নাম লেখাবে শেষ ষোলোয়।

কোহলি নিজের ওপর বেশি চাপ দিয়ে ফেলছে, মনে করেন কুম্বলে

আপনজন ডেস্ক: টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি–তিন সংস্করণ মিলিয়ে গত বছরের ডিসেম্বর থেকে গতকাল পর্যন্ত খেলা ১০ ইনিংসে কোহলি ফিফটি করেছেন একটি, সেই ইনিংসটাও ৫২ রানের। ৫৫ বলে ৭ চার ও এক ছয়ে খেলা সেই ইনিংসটির দলের জয়ে খুব যে গুরুত্ব আছে, তা–ও নয়। এ মাসেই শুবমান গিলের ১০২ বলে ১১২ রানের ইনিংসে ভর করে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে ৩৫৬ রান করেছিল ভারত, ম্যাচ জিতেছিল ১৪২ রানে।

ওই ফিফটির পর গতকাল বাংলাদেশের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারত জিতলেও কোহলি আউট হয়েছেন ৩৮ বলে ২২ রান করে। এ ইনিংসের পর আবার ক্রিকেটবিশ্বে আলোচনা শুরু হয়েছে কোহলির ছন্দ নিয়ে। কীভাবে তিনি ছন্দে ফিরতে পারেন, সেই আলোচনা চলছে ভারতের ক্রিকেট মহলেও।

ভারতের সাবেক কোচ অনিল কুম্বলে কোহলিকে কিছু পরামর্শও দিয়েছেন। ছন্দে ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে কোহলিকে মাত্রাতিরিক্ত চেষ্টা না করে একটু নির্ভার থাকতে বলেছেন দেশটির সাবেক স্পিনার কুম্বলে।

ইএসপিএনক্রিকইনফোকে কুম্বলে বলেছেন, ‘আমার মনে হয় সে একটু বেশিই চেষ্টা করছে। এটা তার ইনিংসগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন। তার আসলে এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা না করা উচিত।’

কুম্বলে এরপর যোগ করেন, ‘রোহিত তো স্বাধীনতা নিয়েই খেলছে। কারণ, ব্যাটিংয়ে অনেকেই আছে আর তারা দারুণ ছন্দেও আছে। বিরাটের বেলায়ও এটা হওয়া উচিত। তার উইকেটে গিয়ে কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে নিজের খেলাটা খেলতে হবে। প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই ক্যারিয়ারে কঠিন মুহূর্ত থাকে। কিন্তু তার ব্যাটিং দেখে আমার মনে হয়েছে সে নিজের ওপর বেশি চাপ দিয়ে ফেলছে।’

কুম্বলে কোহলিকে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, ‘আপনি যখন এমন চাপে থাকবেন এবং আপনার কাছে প্রত্যাশাও বেশি থাকবে, আপনি সবকিছুকে বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করবেন, যেটা উচিত নয়। এমন অবস্থায় ভালো খেলা কঠিন। এমনটা যখন হবে, আপনি নির্ভার থাকতে পারবেন না। আমার তো মনে হয়, সে তার খেলা সেরা ইনিংসগুলো নিয়েও ভাবছে না।’

কোহলিকে কী করতে হবে, সে ব্যাপারে কুম্বলে বলেছেন, ‘তার আরেকটু নির্ভার হতে হবে এবং মাঠে কী হবে, সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। এর বদলে সে উইকেটে গিয়ে স্বাধীনভাবে নিজের সহজাত খেলাটা খেলুক, যেটা সে সত্যিই খুব ভালো পারে।’

ইমরানের নামে স্টেডিয়াম

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও ক্রিকেটার কারাবন্দী ইমরান খানের নামে স্টেডিয়ামের নামকরণ করতে যাচ্ছে দেশটির সরকার! পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডনের খবর অনুযায়ী, খাইবার পাখতুনখাওয়া সরকার প্রদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভেন্যু, আরবাব নিয়াজ ক্রিকেট স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন করে ইমরান খান ক্রিকেট স্টেডিয়াম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বৃহস্পতিবার, গান্ডাপুর ক্রীড়া বিভাগের একটি সারসংক্ষেপে স্বাক্ষর করেছেন মুখ্যমন্ত্রী আলি আমিন খান, যেখানে স্টেডিয়ামের নতুন নামকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এখন এটি অনুমোদনের জন্য প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার সামনে উপস্থাপন করা হবে। খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের ক্রীড়া মন্ত্রী সৈয়দ ফখর জাহান সংবাদ মাধ্যম ডনকে জানিয়েছেন, এই নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত রাজনীতির ঊর্ধ্বে, কারণ ইমরান খান দেশের ক্রীড়া ইতিহাসের সবচেয়ে বড় নাম। আদর্শভাবে গাদ্দাফি স্টেডিয়ামের নামই ইমরান খানের নামে রাখা উচিত ছিল, তবে সেখানে শুধুমাত্র একটি এনক্লোজারের নামকরণ করা হয়েছে তার নামে।

মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ফুরফুরা শরীফের মোল্লাপাড়ায় আল আমিন শিক্ষাকেন্দ্রে পঞ্চম বার্ষিকী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, গুণীজন সম্মাননা, আলোচনা সভা, গজল, কবিতা পাঠ করা হয়। “আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পুরস্কার -২০২৫”-পান, কবি নাসিরা বেগম, গায়ক শিবশঙ্কর জানা, শিক্ষক ও ম্যাজিসিয়ান মধুসূদন জানা। অঙ্কন প্রতিযোগিতা, হাতের লেখা প্রতিযোগিতা (বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, আরবি), বিস্কুট দৌড়, ব্যালান্স রেস, ফ্রগ রেস, হাড়িভাঙা,হাড়িতে বল নিক্ষেপ, চেয়ারে ঘোরা খেলা প্রতিযোগিতা হয়। শতাধিক প্রতিযোগি অংশগ্রহণকরে। সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ স্থানাধিকারীদের প্রায় তিনশো পুরস্কার ও মানপত্র, মিষ্টি, রুটি টিফিন দেওয়া হয়।স্কুলের শিক্ষিকা আমিনা খাতুন, সবনম খাতুন, তানিশা খাতুন, জেমিমা খাতুন, সীরাতুন খাতুন, শাফরিন খাতুন পরিচালনায় ছিলেন। সহযোগিতায় ছিলেন, শামসুল উলামা গোলাম সালমানী একাদেমীর সভাপতি মোল্লা আবিদুর রহমান। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা, সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন, আল আমিন শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক, পরিচালক, মুহাম্মদ নাসেরউদ্দিন আব্বাসী। অনুষ্ঠানে ফুরফুরা শরীফে ভাষা শহীদ স্মারক তৈরি করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়।

এলাকার মাঠ বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রীকে চিঠি এলাকাবাসীর

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সোনারপুর

আপনজন: এবার খেলার মাঠ বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রী,সাংসদ ও ক্রীড়ামন্ত্রীকে চিঠি এলাকাবাসীদের। খেলার মাঠ দখল করার চেষ্টা।আর এই ঘটনার প্রতিবাদে এলাকার বাসিন্দারা। জনমত গঠনে এলাকার বিভিন্নজায়গায় পোস্টার। মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী, সাংসদ ও জেলাশাসককে চিঠি। কোনমতেই খেলার মাঠ দখল হতে দেবেন না এলাকার বাসিন্দারা ।রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে এই মাঠ।যা রাজপুর পল্লিশ্রী সমিতি ও হরকালি বিদ্যামন্দিরের মাঠ হিসেবেই সকলের কাছে পরিচিত। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা এই মাঠেই খেলাধুলা করেন। প্রতিবছর তাদের বার্ষিক স্পোর্টসও এই মাঠেই অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সময় এই মাঠে ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট সহ নানান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় । শুধু তাই নয় রাজনৈতিক সভাও হয়েছে এই মাঠে। মাঠ বাঁচাতে যারা আন্দোলনে নেমেছেন তাদের অনেকেই এখানে খেলে বড় হয়েছেন। তাদের অনেকেই এখন নিজেদের সন্তানকে নিয়ে এই মাঠে আসেন। হঠাৎ করেই এই মাঠ দখল করার চেষ্টা শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ।হরকালি বিদ্যামন্দিরের শিক্ষিকা প্রণমিতা রায়চৌধুরী বলেন, তিনি স্কুলে জয়েন করা থেকেই দেখছেন এই মাঠে স্কুলের ছেলে ও মেয়েরা খেলাধুলা করে আসছে। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা এই মাঠ ব্যবহার করে আসছেন। তাঁরা এটা স্কুলের ও পল্লিশ্রী সমিতির মাঠ বলেই জানেন। এই মাঠে দুর্গাপুজা ও হয় বলে জানান তিনি। মাঠ বাঁচানোর আন্দোলনের সাথে যুক্ত মন্টু চক্রবর্তী বলেন, তিনি ১৯৭৮ সাল থেকে এই মাঠে খেলছেন।অমিত ভদ্রের মত ফুটবলারও এই মাঠে খেলেছে। দালাল চক্র, প্রমোটিং চক্র এই মাঠ দখলের চেষ্টা করছে বলে তাঁর অভিযোগ। ভুয়ো দলিল দেখিয়ে কয়েকজন এই মাঠ দখলের চেষ্টা করছে বলে ও অভিযোগ করেন এলাকার গৃহবধু সোমা দাস। আর এই দখলদারির জেরে বিভিন্ন জায়গায় মাঠের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। এই মাঠ যাতে কোন ও ভাবেই দখল হয়ে না যায় তাঁরজন্য আন্দোলন জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলন কারীরা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**

Printed, Published and owned by Zaidul Hawue, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Hawue**